664. Habibullah Sikder
Post Box No. 6, Narayanganj.

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র

১৫ই এবং ৩০শে জানুয়ারী '৫৭ ; ১লা ও ১৬ই মাঘ, ১৩৬৩

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা — প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

ছাত্র ও বিশেষ প্রার্থীর জন্য ২৲ টাকা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য (বা কাগজ পাওয়ার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে) ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহ্‌মদীর' 'বৎসর' মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
৪ নং বক্সীবাজার রোড, ঢাকা

নব পর্য্যায়—১০ম বর্ষ, | Fortnightly Ahmadi, January, 15 & 30, 1957. | ১৭শ ও ১৮শ সংখ্যা

জুম্‌আর খোৎবা

"বন্ধুগণ তহ্‌রীক জদীদের ওয়াদা পাঠাইতে শৈথিল্য করিবেন না এবং পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত আকারে লিখাইবেন। জমাতকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আগামী বৎসর (অর্থাৎ ১৯৫৭ সন —সঃ আঃ) আমাদের জন্য একটি অত্যন্তই গুরুত্বপুর্ণ বৎসর। খোদা-তা'লা আমাদের জন্য আনন্দের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য আমাদিগকে অধিক চেয়ে অধিক কুরবানী করিতে হইবে।"

—হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ্‌ সানী (আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লা বেনাস্‌রেহিল্‌-আজীজ)

রাবওয়া, ২৩।১১।৫৬ ইং

[জুমুআর এই খোৎবা দ্রুত লিখন বিভাগের আপন দায়িত্বে প্রকাশিত]

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আন্‌ওয়ার

সুরাহ্‌ ফাতেহা তেলাওত পূর্ব্বক বলেন :—

তহরীক জদীদের সঠিক ওয়াদা :

প্রায় এক মাস হইল আমি তহ্‌রীক জদীদের চাঁদার জন্য জমাতভুক্ত বন্ধুদিগকে তহরীক করিয়াছিলাম। দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, এ বৎসর গত সনের ন্যায় ওয়াদা আসিতেছে না। গত বৎসর তহরীক জদীদের সম্পূর্ণ ওয়াদা চারি লক্ষ টাকা ছিল। কিন্তু আজিকার তারিখ পর্য্যন্ত এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার টাকার ওয়াদা পৌছিয়াছিল। উহার মোকাবিলা এ বৎসর অদ্যকার তারিখ পর্য্যন্ত এক লক্ষ তের হাজার টাকার ওয়াদা আসিয়াছে। ইহার পর খুৎবা দেখার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে এক লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকার ওয়াদা পাওয়া গিয়াছে, যাহা গত বৎসর এক লক্ষ চৌরানব্বই হাজার ছিল।

অন্য কথায়, বিস্তর প্রভেদ ঘটিয়াছে এবং তহরীক জদীদ বিভাগ অভিযোগ করিয়াছেন যে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লোকেরা উচিত মত ওয়াদা করিতেছেন না। দৃষ্টান্তস্থলে, আমি এলান করিয়াছিলাম যদিও পাঁচ টাকা দিয়াও মানুষ ইহাতে শামিল হইতে পারে, কিন্তু মাসিক আয়ের শতকরা কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দেওয়া সমীচীন হইবে। কিন্তু ইহার মোকাবিলা দফতর হইতে এই খবর দেওয়া হইয়াছে যে শত শত টাকা মাসিক উপার্জ্জন করিয়াও পাঁচ টাকা ওয়াদা করিয়াই এই পর্য্যায়ের ব্যক্তিগণ শামিল হইতেছেন। ইহার মোকাবিলা বডিগার্ডের বেতন সম্ভবতঃ ৮৫৲ বা ৯৫৲ টাকা মাত্র। এক জন বডিগার্ড ১০৩৲ টাকা ওয়াদা লিখাইয়াছেন। কত বিরাট পার্থক্য! বন্ধুগণের আন্তরিকতা —'এখলাস'—বৃদ্ধি করা এবং মাসিক আয়ের অন্ততঃ শতকরা ২০৲ টাকা ওয়াদা লিখান উচিত।

যদিও এখনও তহরীক জদীদের ওয়াদা আসিবার আরো বহু সময় বাকী আছে, তবু আফিস প্রত্যাহিক প্রাপ্ত ওয়াদা পূর্ব্ববর্ত্তী সনের তারিখের সহিত তুলনা করিয়া থাকে, যাহাতে জমাতের প্রতিদিনের উন্নতি বা দৌর্ব্বল্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং বন্ধুগণ তাঁহাদের ওয়াদা পাঠাইতে শৈথিল্য করিবেন না।

১৯৪৭ সনের গুরুত্ব ও আমাদের কর্ত্তব্য :

জমাতকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আগামী বৎসর (অর্থাৎ ১৯৫৭ সন —সঃ আঃ) আমাদের জন্য একটি অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। কারণ শত্রু এই প্রোপ্যাগণ্ডা আরম্ভ করিয়াছে যে এখন আহমদীয়া জমাতের মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে এবং জমাতের যুবকেরা সমসাময়িক খলিফার প্রতি অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতেছে। যদিও ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারণা বটে, কিন্তু কোন মিথ্যা ছুঁতা পাইলেও শত্রু অনেক বাড়াইয়া তোলে। দৃষ্টান্তস্থলে, আমরা এখানে রাবওয়াতে আছি। কোন মুনাফেকৎ সম্বন্ধে আমরা আদৌ কিছু জানি না। কিন্তু গয়ের-আহমদী পত্রিকাগুলিতে রোজ প্রকাশিত হইতেছে, "এত জন খলিফার বিরোধী হইয়াছে" —"এত জন হইয়াছে।" আবদুল মান্নান আমেরিকা হইতে আসিলে কেবল মাত্র তিন জন খৃষ্টান মেথর তাহাকে এস্তেকবাল করিতে গিয়াছিল। এই মেথরেরা তাহার বাড়ীর পাশে বাস করিত। সে জন্য তাহার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ ছিল। শুধু তাহারা তিন জনই ষ্টেশনে তাহাকে অভিনন্দন করিতে গিয়াছিল। কিন্তু সংবাদ-পত্র সমূহে তারের পর তার ছাপিল আবদুল মান্নানকে রাবওয়াতে বিপুল আয়োজন সহ অভিনন্দন করা হয়। "আল্লাহু-আকবর" এবং অন্যান্য ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত হইয়া উঠে। অথচ ব্যাপার এই যে, আবদুল মান্নান আসিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতিবেশীরাও কেহই কিছু জানিত না।

সুতরাং, বৎসরের শেষে এক পয়সা ঘাটতি হইলেও শত্রু শোর করিবার সুযোগ পাইবে এবং প্রমাণ করিতে চাহিবে যে জমাতে বিদ্রোহের সঞ্চার হইতেছে বলিয়া শত্রুর উক্তি সত্য ফলিয়াছে। কিন্তু কথা তাহাই সত্য হইবে, যাহা আমি কোরআন করীম হইতে বলিয়াছি। বাস্তবিক কোন সত্য জমাত হইতে কোন ব্যক্তি বাহির হইয়া চলিয়া গেলে আল্লাহ্‌ তা'লা তাহার পরিবর্ত্তে অনেক লোক দেন। আজই আমি পাকিস্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহর হইতে পত্র পাইয়াছি যে সেখানে বহু লোক আহমদীয়তের প্রতি মনোযোগী হইতেছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতেও কয়েকজন আহমদিয়তে দাখিল হইয়াছেন। একটি বয়েত তো আজই পাইয়াছি। পূর্ব্বে ২।৩টি বয়েত আমি দফতরে পাঠাইয়াছি। আরো বহু ব্যক্তি আহমদিয়ত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। তারপর, আমেরিকার নিকটবর্ত্তী এক এলাকা হইতে তার আসিয়াছে যে

সেখানে দুই শত ব্যক্তি আহমদিয়তে দাখিল হইয়াছেন, যদিও সঙ্গেই এই খবরও আসিয়াছে যে ভীষণ মোকাবিলা করিতে হইতেছে এবং তুমুল বিরোধিতা শুরু হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকার ন্যায় দেশে এক দিনেই দুই শত লোকের আহমদিয়তে দাখিল হওয়া মামুলী বিষয় নয়। সেইরূপ, আরো অনেক স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সেখানে খোদাতা'লার ফজলে ভাল শিক্ষিত এবং বড় বড় লোকেরা আহমদিয়তের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন।

ইহা হইতে আমার এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে যে তোমরা সত্যিকার মোমেন এবং জমাত পরিত্যাগকারী বাস্তবিক পক্ষে তোমাদের তক্বীমের প্রতি কোন প্রকার শত্রুতা বশতঃ পৃথক হইয়া থাকিলে আল্লাহতা'লার ওয়াদা এই যে তিনি তাহার স্থলে তোমাদিগকে একটি জাতি দিবেন। এখন দেখ, জমাত হইতে যাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা ৮।৯ জনের অধিক হইবে না। কিন্তু তাহাদের বাহির হইয়া যাওয়ার পর কয়েক সহস্র লোক জমাতে দাখিল হইয়াছেন। এই মাত্র আমি বলিয়াছি যে আমেরিকার ন্যায় দেশে এক দিনে দুই শত ব্যক্তি আহমদীয়তে দাখিল হইয়াছেন। সেখানকার দুই শত ব্যক্তি আমাদের অঞ্চলের বিশ হাজার ব্যক্তির সমান। কারণ তাহাদের আয় আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশী। সেইরূপ, আরো স্থান সমূহ হইতেও এই প্রকার সংবাদ আসিতেছে। ইহাতে মনে হয় যে অল্প কালের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি আহমদীয়তে দাখিল হইবেন। সুতরাং, কোরআন করীমের উক্তিই ত সফল হইতেছে। আমি উহার তরজমা আপনাদিগকে শোনাইয়াছি। কিন্তু আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে শত্রু কোন প্রকার আনন্দ করিবার সুযোগ না পায় এবং আমরা আমাদের কুরবানীর দ্বারা আল্লাহ্-তা'লার ফজল অধিকতর আকর্ষণ করিতে থাকি, যাহাতে খোদাতা'লা "ইয়াতিল্লাহু বে কাউ'মিন" ('এক জাতি দিব') স্থলে "ইয়াতিল্লাহু বে আক্‌ওয়ামিন" ("বহু জাতি দিব") করিয়া দেন এবং আমাদের এক ব্যক্তির পরিবর্তে বহু জাতিদিগকে আমাদের নিকট নিয়া আসেন।

আল্লাহ্-তা'লা 'ওয়াসে' ও 'রাজ্জাক':

বস্তুতঃ, এখন আল্লাহ্-তা'লার সমূহ অনুগ্রহের দিন। ইহা বৃদ্ধি করিবার এবং ইহা দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা কর, যেন আল্লাহতা'লা তোমাদের নগণ্য প্রচেষ্টাগুলিকে কবুল করেন এবং তাঁহার বিশাল অনুগ্রহ-রাজীকে বিশালতর করিতে থাকেন। স্মরণ রাখিবে, প্রত্যেকে তাহার অবস্থানুসারেই দিয়া থাকে। তোমরা গরীব ও দুর্ব্বল। তোমাদের দারিদ্র্য ও দুর্ব্বলতা অনুসারেই তোমাদের কুরবানী করিতে হইবে। কিন্তু আল্লাহতা'লা 'ওয়াসে' এবং 'রাজ্জাক'—'প্রশস্ত দাতা' ও 'প্রচুর জীবিকা-দাতা'। তিনি 'প্রশস্ত দাতা' ও 'প্রচুর জীবিকা-দাতা' হওয়া হিসাবেই পুরস্কার দিয়া থাকেন। যদি তোমরা তোমাদের দারিদ্র্যের মধ্যে পাঁচ টাকা দিতে পার, কিন্তু ছয় টাকা দেও, তবে তিনি এইরূপ ক্ষেত্রে যথা দশ কোটি দিয়া থাকেন, তথা দশ অর্ব্বুদ দিবেন। কারণ তিনি 'ওয়াসে' এবং 'রাজ্জাক'। যদি দীন-দরিদ্র ব্যক্তি তাহার সামর্থ্যের চেয়ে বেশী দেয়, তবে খোদাতা'লার পক্ষে তাঁহার সামর্থ্যের অধিক দেওয়ার প্রশ্নই তো নয়, সামান্য হইতে সামান্য ব্যক্তিকেও তিনি এত দিতে পারেন যাহা দুনিয়ার বাদশাহ তাঁহার চরম সন্তুষ্টির সময়েও দেন না। সুতরাং খোদাতা'লার ফজলকে আকর্ষণ করিবার জন্য এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকার জন্য অধিক অপেক্ষা অধিক কুরবানী কর।

পুস্তক প্রতিবাদ:

ইতিপূর্ব্বে আমি একটি খুৎবায় বলিয়াছিলাম হিন্দুস্থানে যে আমেরিকান উর্দ্দু পুস্তকের অনুবাদ করা হইয়াছে এবং উহাতে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের অবমাননা করা হইয়াছে, ইহার মোকাবিলার প্রকৃত পন্থা ছিল পুস্তকটির উত্তর দেওয়া হইত। বিশেষতঃ, আমেরিকা ও ভারতে প্রকাশ করা হইত। ইহার একাংশে তো গবেষণা মূলক 'তহকিকী জবাব' দেওয়া হইত এবং অন্যাংশে আক্রমণাত্মক 'ইলজামী-জবাব' দেওয়া হইত। আল্লাহতা'লা আমাদের মোবাল্লেগদিগকে অসাধারণ উৎসাহ ও সাহস দিয়াছেন। আমার ঐ খুৎবা ত বিলম্বে ছাপিয়াছে। কিন্তু উহার কথা কোন প্রকারে আমেরিকায় পৌছে। বোধ হয়, কেহ তার যোগে বা বিমান ডাক যোগে সংবাদ দেয়। সেখান হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে এবং আজ এই মর্ম্মে পত্রও আসিয়াছে যে তাঁহারা পুস্তকাকারে ইহার প্রতিবাদ লিখিতেছেন। প্রতিবাদে খৃষ্টান সম্পর্কিত অংশ সমাপ্ত প্রায়। কিন্তু সেখানে হিন্দু নাই বলিয়া তাঁহারা তাহাদের প্রতিবাদ করিলে কোন লাভ হইবে না।

হিন্দুদের জন্য পৃথক পুস্তক এবং খৃষ্টানদের জন্য পৃথক লিখিবার জন্য আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি। খৃষ্টানদের জন্য লিখিবার কারণ মূল গ্রন্থকার আমেরিকান। হিন্দুদের জন্য লিখিবার কারণ হিন্দু পুস্তকটির উর্দ্দু অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। ইহা হিন্দুদের মধ্যে বিস্তারিত বিষের প্রতিষেধার্থে অত্যাবশ্যক। সুতরাং, এমন একটি পুস্তক লিখিতে নির্দ্দেশ করিয়াছি যাহার একাংশে থাকিবে ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের গবেষণা পূণ উত্তর এবং অপরাংশে থাকিবে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক উত্তর। সেইরূপ আরো একটি পুস্তক লিখিতে হইবে। উহার একাংশে আপত্তিগুলির গবেষণামূলক উত্তর দিতে হইবে এবং অপরাংশে হিন্দু ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া আক্রমণাত্মক উত্তর দিবে। তার ও পত্র আসিয়াছে পুস্তক লিখা হইতেছে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই প্রতিবাদ গালি দেওয়া এবং শোর করা অপেক্ষা অনেক কার্য্যকরী হইবে। জবাবটি আমেরিকায় প্রকাশ করিবার এবং ভারতে উহার অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর খৃষ্টানদেরও চৈতন্য হইবে এবং হিন্দুরাও জানিতে পারিবে যে, কাঁচের ঘরে বসিয়া পাথর নিক্ষেপে ক্ষতি কি হয়।

সুয়েজ ও মিসর:

দেখ, ইংরাজ এবং ফরাসী মনে করিয়াছিল যে, মিসর তাহাদের চেয়ে ক্ষুদ্র। এজন্য তাহাদের মোকাবিলা করিতে পারিবে না। তাহারা ইস্রাইলের সহিত মিলিত হইয়া মিসরের উপর আক্রমণ করিল। তাহারা তো ভাবিয়াছিল মিসর তাহাদের মোকাবিলা করিতে পারিবে কোথায়? কিন্তু তাহাদের আক্রমণের ফলে তাহাদের পুরাতন বন্ধু আমেরিকা তাহাদের সঙ্গ ছাড়িল। অপর দিকে রাশিয়া বলিল যে, তাহারা মিসর হইতে সৈন্য অপসারণ না করিলে রাশিয়াও মিসরে তাহাদের সৈন্য অবতরণ করিবে। রাশিয়া এ দিকে সিরিয়ার বিমান যোগে তাহাদের ফৌজ নামাইতে লাগিল। ইংরাজ এ দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। তাহারা যেন হুবহু চোরের ন্যায় হইয়া পড়িল। চোর কোন ঘরে ঢুকিয়া চুরি করিতেছিল। এমন সময় পুলিশ আসিয়া উপস্থিত। চোর তৎক্ষণাৎ উধাও হইল। ইংরাজ ও ফরাসী অতি দর্পে মিসরে প্রবেশ করিয়াছিল। আমেরিকাকেও তাহারা হুমকি জানাইয়াছিল। মিসরে তাহারা, যাহাই হউক না কেন, অবশ্যই যুদ্ধ করিবে। তথায় তাহাদের সত্ত্ব-সামিত্ব বজায় রাখিবে। এজন্য তাহারা আমেরিকার কথা শুনিবে না। কিন্তু যেইমাত্র কয়েকটি রাশিয়ান বিমান সিরিয়ায় যাইয়া অবতরণ করিল, তাহারা মিসর হইতে পলায়ন করিল। ফলে, এ দিকে আমেরিকার বন্ধুত্বও তো যাইতে লাগিল। পাকিস্তান এবং অন্যান্য মোসলমান দেশগুলিও বিরোধী হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ, রাশিয়ান কয়েকটি বিমান অবতরণে ঢোল পিটাইয়া যে ইংরাজ মিশরে প্রবেশ করিয়াছিল, ঢাক বাজাইয়া পালাইল। বিশ্ব চক্ষে তাদের প্রভাব যা ছিল লয় পাইল। বিশ্ববাসী বুঝিতে পারিল যে রাশিয়ান কয়েকটি বিমানের উপস্থিতিতে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যের হুঁশ আক্কেল উড়িয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে, ইহা ইংরাজ ও ফরাসীদের ভীষণ চাল ছিল। প্রথমে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীতে তাহারা ফ্যাসাদ জন্মাইল, যাহাতে রাশিয়া সেখানে ব্যস্ত থাকে। তারপর, তাহারা ইস্রাইলকে মিসরের উপর হামলা করিবার সঙ্কেত করিল। পরে, ঐ এলাকায় ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য অবতরণ করিল। সাময়িকভাবে মিসরকে একটি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল। মিসর তাহার সৈন্যদিগকে চলিয়া আসিতে বলিল। লোকে চীৎকার করিতে লাগিল মিসরীয় সৈন্য মোকাবিলা করিতে পারে নাই। তাহারা পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, মিসরের এই কার্য্যটি ছিল তাহার সৈন্যদিগকে শত্রু বেড় হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং এই পরিকল্পনার ফলে যে প্রথমে সুয়েজে ইংরাজ ও ফরাসীর সহিত যুদ্ধ করিবে, পরে ইস্রাইলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু এদিকে রাশিয়া তাহার

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তহ্‌রীক জদীদের চাঁদার আহ্বান

তহ্‌রীক জদীদে প্রকৃষ্ট অংশ গ্রহণকারীদের নাম সম্মানের সহিত ইসলামের ইতিহাসে চিরদিন জিন্দা থাকিবে—একজন পূর্ব্ব পাকিস্তানী আহমদীর গৌরবময় কুরবানী

মূল : উকালুল্-মাল, তহ্‌রীক জদীদ
অনুবাদ : এ. এইচ, এম্, আলী আন্‌ওয়ার

১৯৩৪ সনের শেষ ভাগে যখন আহরারগণ তাহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া ইসলাম ও আহমদিয়তের উপর হামলা করিল, তখন আল্লাহতা'লা তাঁহার প্রিয় বান্দার দেলে এক তহরীক করিলেন। ইহাই তহরীক জদীদ। এই তহরীক হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানী আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লার চিত্তে পূর্ব্ব হইতে ছিল না। আল্লাহতা'লা স্বয়ং ইহা তাঁহার হৃদয়ে নিক্ষেপ করেন। হুজুর আইয়েদাহুল্লাহুতা'লা বলেন—

"আমার অন্তরে এই তহরীক আদৌ ছিল না। যুগপৎ আল্লাহতা'লার তরফ হইতে ইহা আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। আমি ইহা জমাতের সম্মুখে উপস্থিত করি। ইহা আমার নিজের তহরীক নয়। খোদাতা'লার নাজেল করা তহরীক।"

"স্মরণ রাখিবে খোদাতা'লার তরফ হইতে এই তহরীক করা হইয়াছে। এ জন্য তিনি নিশ্চয়ই ইহাকে তরক্কী দিবেন। ইহার পথে যে সমস্ত বাধা উপস্থিত হইবে, তিনিই দূর করিবেন। যদি পৃথিবীতে ইহার জন্য সামান পয়দা না হয়, তবে খোদাতা'লা আসমান হইতে ইহাকে বরকত দিবেন।"

"ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা অগ্রগামী হইয়া যত বেশী পারেন ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। কারণ তাঁহাদের নাম সম্মানের সহিত ইসলামের ইতিহাসে চিরদিন জিন্দা থাকিবে এবং খোদাতা'লার দরবারে তাঁহারা বিশেষ হুজ্জতের স্থান পাইবেন।"

সুতরাং এই তহরীকে শামিল হওয়া আবাল বৃদ্ধবণিতা সকলেরই প্রথম কর্ত্তব্য, যাহাতে প্রত্যেকেই আল্লাহতা'লার পথে ইসলাম ও আহমদিয়তের প্রচারে কুরবানী করতঃ আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারেন। এই তহরীকের দ্বারা বিদেশ সমূহে ইসলামের তবলীগ ১৯৩৫ সন হইতে সৈয়দনা হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লার নির্দ্দেশাধীনে চলিতেছে। এই তহরীকে অংশ গ্রহণকারিগণ কিয়ামত পর্য্যন্ত সাওয়াব লাভ করিতে থাকিবেন। কারণ, এই তহরীকের দ্বারা যে তহবীল কায়েম হয়, তদ্দ্বারা কিয়ামত পর্য্যন্ত লোক মোসলমান হইতে থাকিবে। সুতরাং, স্ত্রী পুরুষ বালক-বালিকা সকলেরই ইহাতে স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী অংশ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এই চাঁদার বাৎসরিক হার জন প্রতি ন্যূনকল্পে পাঁচ টাকা। আল্লাহতা'লার প্রদত্ত সামর্থ্যানুসারে ইহাপেক্ষা যিনি যত বেশী দিবেন, আল্লাহতা'লার হুজুরে পুরস্কারের অধিকারী হইবেন। এখন দ্বিতীয় দলে অংশ গ্রহণকারীদের জন্য প্রত্যেক উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মাসিক আয়ের পাঁচ ভাগের এক ভাগ দেওয়ার নির্দ্দেশও হুজুর দিয়াছেন।

পূর্ব্ব-পাকিস্তানের যুবকগণ, আপনারা আল্লাহ্-তা'লার মসিলে হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহে সালাতু ওস-সালামের আহ্বানে সাড়া দিন। ইসলাম ও আহমদীয়তের জন্য অর্থ কুরবান করিতে সকলেই দৌড়াইয়া আসুন। আল্লাহতা'লার ফজল আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

হুজুর বলেন :—

"দ্বীনের খেদমতের এইরূপ সুযোগ বারম্বার মিলে না। বংশের পর বংশ লোপ পায়, কিন্তু যাঁহারা খোদাতা'লার দ্বীনের জন্য কুরবানী করেন, তাঁহাদের নাম সময়ের আবর্ত্তনে লোপ হইতে পারে না। তাঁহারা আল্লাহতা'লার নিকট হইতে যে সাওয়াব পাইবেন, তাহাও কালের আবর্ত্তনে বিলুপ্ত হওয়ার নয়।"

জেহাদ কবীর, শ্রেষ্ঠতম জেহাদ তহরীক জদীদে যাঁহারা গৌরবজনক অসাধারণ কুরবানী করেন, তাঁহাদের নাম 'আল্-ফজলে' প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রথম পর্য্যায়ের (দফতর আউআলের) কোন কোন বন্ধু তাঁহাদের বাৎসরিক আয় হইতে দুই বা তিন মাসের উপার্জ্জন পর্য্যন্তও তহরীক জদীদে দিয়া থাকেন। কেহ কেহ তাঁহাদের সম্পূর্ণ মূলধনই এই পথে কুরবানী করিয়াছেন। সাধারণভাবে দফতর আউআলের মোজাহেদগণের মধ্যে এক মাসের আয় বা তার চেয়েও বেশী দাতা তো অনেকেই আছেন। এই জন্য এই সকল বন্ধুগণের দৃষ্টান্ত অনুসারে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের দলে পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসী অংশ গ্রহণকারিগণেরও দেল খুলিয়া আনন্দের সহিত কুরবানী করা উচিত। একজন পূর্ব্ব পাকিস্তানী বন্ধু তহরীক জদীদের দ্বিতীয় দলে গত বৎসর ২৫০৲ টাকা দিয়াছিলেন এবং এ বৎসর অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য তিনি গত বৎসরের ওয়াদার চতুর্গুণ বর্দ্ধিত ওয়াদা পেশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই ১০০০৲ এক হাজার টাকা হইতেও বৃদ্ধি করিবেন।

এ স্থলে ● ১৯৫৬ সনের ১লা ডিসেম্বরের 'আল্-ফজলে' প্রকাশিত হুজুর আইয়েদাহুল্লাহু-তা'লা প্রদত্ত ২৩শে নভেম্বর তারিখে জুমুআর খোৎবা হইতে একটি উদ্ধৃতি সন্নিবেশ করা সমীচীন মনে করি। হুজুর আইয়েদাহুল্লাহুতা'লা বলেন :—

"তহরীক জদীদ বিভাগ অভিযোগ করিয়াছেন যে দ্বিতীয় দলের লোকেরা উচিত মত ওয়াদা করিতেছেন না। দৃষ্টান্তস্থলে, আমি এলান করিয়াছিলাম যদিও পাঁচ টাকা দিয়াও মানুষ ইহাতে শামিল হইতে পারে, কিন্তু মাসিক আয়ের শতকরা কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দেওয়া সমীচীন হইবে। কিন্তু ইহার মোকাবিলা দফতর হইতে এই খবর দেওয়া হইয়াছে যে শত শত টাকা মাসিক উপার্জ্জন করিয়াও পাঁচ টাকা ওয়াদা করিয়াই এই পর্য্যায়ের ব্যক্তিগণ শামিল হইতেছেন। ইহার মোকাবিলা বডিগার্ডের বেতন সম্ভবতঃ ৮৫৲ বা ৯৫৲ টাকা মাত্র। এক জন বডিগার্ড ১০৩৲ টাকা ওয়াদা লিখাইয়াছেন। কত বিরাট পার্থক্য! বন্ধুগণের আন্তরিকতা, তাঁহাদের 'এখলাস' বৃদ্ধি করা এবং মাসিক আয়ের অন্ততঃ শতকরা ২০৲ টাকা ওয়াদা লিখান উচিত।

"যদিও এখনও তহরীক জদীদের ওয়াদা আসিবার আরো বহু সময় বাকী আছে, তবু আফিস প্রত্যাহিক প্রাপ্ত ওয়াদা পূর্ব্ববর্ত্তী সনের তারিখের সহিত তুলনা করিয়া থাকে, যাহাতে জমাতের প্রতিদিনের উন্নতি বা দৌর্ব্বল্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং বন্ধুগণ তাঁহাদের ওয়াদা পাঠাইতে শৈথিল্য করিবেন না।

"জমাতকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আগামী বৎসর (অর্থাৎ ১৯৫৭ সন —সঃ আঃ) আমাদের জন্য একটি অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। কারণ শত্রু এই প্রোপ্যাগণ্ডা আরম্ভ করিয়াছে যে এখন আহমদীয়া জমাতের মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে এবং জমাতের যুবকেরা সমসাময়িক খলিফার প্রতি অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতেছে। যদিও ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারণা বটে, কিন্তু কোন মিথ্যা ছুঁতা পাইলেও শত্রু অনেক বাড়াইয়া তোলে। দৃষ্টান্তস্থলে, আমরা এখানে রাবওয়াতে আছি। কোন মুনাফেকৎ সম্বন্ধে আমরা আদৌ কিছু জানি না। কিন্তু গয়ের-আহমদী পত্রিকাগুলিতে রোজ প্রকাশিত হইতেছে, 'এত জন খলিফার বিরোধী হইয়াছে' —'এত জন হইয়াছে'। .....

"সুতরাং, বৎসরের শেষে এক পয়সা ঘাটতি হইলেও শত্রু শোর করিবার সুযোগ পাইবে এবং প্রমাণ করিতে চাহিবে যে জমাতে বিদ্রোহের সঞ্চার হইতেছে বলিয়া শত্রুর উক্তি সত্য ফলিয়াছে। কিন্তু কথা তাহাই সত্য হইবে, যাহা আমি কোরআন করীম হইতে বলিয়াছি। বাস্তবিক কোন সত্য জমাত হইতে কোন ব্যক্তি বাহির হইয়া চলিয়া গেলে আল্লাহ্-তা'লা তাহার পরিবর্ত্তে অন্য লোক দেন।"

হুজুর আইয়েদাহুল্লাহুতা'লার এই ইরশাদগুলি পেশ করিবার পর গৌরবময় কুরবানীকারীদের দুইটি দৃষ্টান্তও উল্লেখ করিতেছি।

হজরত সাহেবজাদা মীরজা বশীর আহমদ সাহেব খুৎবা শুনিয়া তাঁহার ওয়াদা ৭৫০৲ টাকার উপর ৫০৲ টাকা বৃদ্ধি করিয়া ৮০০৲ টাকা করিয়াছেন। হুজুর আইয়েদাহুল্লাহুতা'লার নিকট ইহা পেশ করা হইলে "হুজুর জাজাকুমুল্লাহু আহ্‌সানুল্-জাজা" বলিয়াছেন। বন্ধুগণের স্মরণ রাখিতে হইবে যে হজরত মিঞা সাহেব তহরীকের শুরু হইতেই প্রতি বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক বৃদ্ধি সহ ওয়াদা করিয়া আসিতেছেন এবং যথাসম্ভব বৎসরের প্রারম্ভে কিম্বা প্রথমার্দ্ধেই তিনি তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিয়া থাকেন। আল্লাহতা'লা অধিক চেয়ে অধিক কুরবানী করিবার তৌফিক দিন। পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে ঢাকার সেক্রেটারী মাল মোহাম্মদ সোলায়মান সাহেব হজরত

খলিফাতুল মসিহ সানী আইয়েদাহুল্লাহ-তা'লার নিকট আন্তরিক উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন সহ দ্বিতীয় দলে তাঁহার ওয়াদা ১০০০৲ টাকা গত বৎসর অপেক্ষা চারিগুণ বৃদ্ধি পূর্ব্বক পেশ করিয়াছেন :—

"১লা ডিসেম্বরের 'আল্-ফজলে' প্রকাশিত হুজুর প্রদত্ত জুমুআর খুৎবা পাঠ করিলাম। খুৎবায় যখন হুজুরের এই কথাগুলি পড়িলাম যে, 'শত্রু এই প্রচারণা আরম্ভ করিয়াছে যে আহমদীয়া জমাতে এখন বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে এবং জমাতের তরুণরা সমসাময়িক খলিফার প্রতি বিরাগ জ্ঞাপন করিতেছে,' তখন মনে ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হইলাম। ক্ষোভে মাথা এ জন্য হেট হইল যে কোন মুনাফেক ও হীনমতি যুবকের ঘৃণ্য কার্য্যাবলীর আশ্রয়ে শত্রুরা এতেরাজ করিবার সুযোগ পাইল। আমরা হুজুরের নিকট এই অঙ্গীকার করিতেছি যে খেলাফতের শত্রু তাহাদের এই নাপাক প্রচারণার ফলে ব্যর্থ কাম হইবে। তাহাদের কোনই আশা পূর্ণ হইবে না। খেলাফতের শত্রুরা খেলাফত দীপিকার পতঙ্গদের সম্বন্ধে সঠিক আন্দাজ করিতে পারে নাই। তাহারা বুঝিতে মহাভুল করিয়াছে। আহমদিয়া জমাতের নও-জোওয়ান খেলাফত রক্ষায় পাকা ইটের কাজ করিবে। তাহাদেরই দ্বারা সেলসেলার সুদৃঢ় মহাসৌধ নির্ম্মিত হইবে। হে আমার গুরু, গত বৎসর আমি ২৫০৲ টাকা তহরীক জদীদে দিয়াছিলাম এবং এ বৎসর ৩০০৲ টাকা জমাতের সহিত ওয়াদা লিখাইয়াছিলাম। কিন্তু হুজুরের এই খুৎবা পাঠের পর আমি স্থির করিয়াছি যে, আপাততঃ আমার ওয়াদা ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিব। আল্লাহতা'লা আমাকে এই টাকা শীঘ্র অপেক্ষা শীঘ্র আদায় করিবার তৌফিক দিন। হে আমার গুরু, আমার নিয়েৎ আছে, যদি আল্লাহতা'লা ফজল করেন, আমি এই ওয়াদাকে আরো বৃদ্ধি করিব, ইন্‌শা-আল্লাহতা'লা। জাজাকুমুল্লাহ আহসানুলজাজা ফিদ্ দুন্য়্যা ও আল্-আখেরা। পরিশেষে, আমি পূর্ব্ব পাকিস্তানের যুবকদের পক্ষ হইতে নিবেদন করিতেছি যে, হে আমার গুরু, আমরা আমাদের আর্থিক কুরবানী দ্বারা এই সকল মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা মূলক প্রচারণাকারিদিগকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করিব। হুজুরের প্রত্যেক তহরীকে 'লাব্বায়েক, লাব্বায়েক, ইয়া আমীরুল্-মোমেনীন' বলিতে বলিতে বিশ্বময় ইসলামের তবলীগের জন্য অধিক অপেক্ষা অধিক কুরবানী করিতে প্রস্তুত থাকিব। শেষে, হুজুরের নিকট দোয়া বা দরখাস্ত করিতেছি, যাহাতে আল্লাহতা'লা আমাকে এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তানের প্রত্যেক আহমদীকে খেলাফতের প্রত্যেক আহ্বানে অধিক চেয়ে অধিক কুরবানীর তৌফিক দিন।"

পূর্ব্ব পাকিস্তানের জমাতগুলি হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় দলের ওয়াদা এখনো পৌছা বাকী আছে। তাঁহাদের একজন যুবকের এখলাস এবং পূর্ব্ব-পাকিস্তানের যুবকদের পক্ষ হইতে গৌরবজনক ও অসাধারণরূপে বর্দ্ধিত হারে ওয়াদার একীন উপস্থিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আশা করা যায় যে, এই সনের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুসারে বাঙ্গালী বন্ধুগণের কুরবানী শত্রুদিগকে লজ্জিত ও ব্যর্থকাম করিবে।

আল্লাহতা'লার হুজুরে দোয়া এই যে, তিনি তাঁহার অপার অনুগ্রহে পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পর্য্যায়ের মোজাহেদ দলকেই তৌফিক দিন যেন তাঁহারা [illegible]দিস ইমামের আহ্বানে একজন অপেক্ষা অন্যজন অধিকতর গৌরবময় ও অসাধারণ বৃদ্ধির সহিত ওয়াদা করেন এবং শীঘ্র হইতে শীঘ্র ওয়াদা পূর্ণ করেন, যাহাতে আল্লাহতা'লার অনুগ্রহরাজীর উত্তরাধিকারী হন। আল্লাহতা'লা তৌফিক দিন। ও-আস্-সালামু।

[হজরত আমীরুল মোমেনীনের যে খুৎবার কথা তহরীক জদীদের উকীলুল মাল সাহেব এই আহ্বান পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আগাগোড়া এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। মূল খুৎবা পাঠে একজন পূর্ব্ব পাকিস্তানী যুবক যেভাবে সাড়া দিয়াছেন, আশা করা যায় নূতন পুরাতন সকল আহমদীই তদ্দারা অনুপ্রাণিত হইবেন এবং বর্দ্ধিত হারে তহরীক জদীদের ওয়াদা করিবেন এবং শীঘ্র পূর্ণ করিবেন। আল্লাহতা'লার আশিষ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। —সঃ আঃ]

তবলীগ বিজ্ঞান—৩

তবলীগে তে-পথ

—মোহাম্মদ মোস্তাফা আলী

সত্য, সুন্দর ও সরল পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ্‌তা'লা দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। মোমেন অহরহ দোয়া করছে যেন তার জীবনের প্রত্যেক কাজে 'সিরাতিল মুস্তাকিমে'র সন্ধান মিলে। তবলীগের কাজেও সত্য, সুন্দর ও সরল পথের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। বস্তুতঃ প্রকৃত পথের সন্ধান পেলে প্রত্যেক কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, সময়ের অপচয় হয় না, ফলও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

আমাদের তবলীগের উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকা—রছুলের আদর্শে অনুপ্রাণিত করা। জগতময় ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করা। এই কাজ অতি বড় ও ব্যাপক। তাই তবলীগের সহজ পদ্ধতি কি এবং ঐগুলোকে কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

তবলীগের কাজকে মোটামুটি তিনটি পদ্ধতি ভাগ করা যায়। (ক) মৌখিক (খ) লিখিত ও (গ) আমলি পদ্ধতি। এই সকল পদ্ধতি কখন কখন আলাদা বা কখন কখন যে কোন দু'টি বা তিনটিকে একত্রে কাজে লাগানো যায়। প্রত্যেকটি পদ্ধতির দোষও আছে, গুণও আছে। এই সকল দোষ-গুণ সম্বন্ধে মুবাল্লিগের [যিনি তবলীগ ক'রে থাকেন] মোটামুটি ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তা না হ'লে তিনি সময় ও সুযোগ মত সাবধানতা অবলম্বন করতে পারবেন না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হ'বে। এ সকল পদ্ধতির প্রত্যেকটি নিয়ে পৃথকভাবে যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করার এরাদা রহিল।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানুষ তার ইন্দ্রিয় দ্বারা শুনে, দেখে বা স্পর্শ করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ই তার জন্য যথেষ্ট নয়। ইন্দ্রিয় শক্তি ও মনের সহযোগেই কার্য্যকরী হয়। এখানেই শেষ নয়। বুদ্ধির দ্বারা সে বিচার করে, বিবেক দ্বারা সে গ্রহণ করে। তাই মুবাল্লিগকে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে যেন তার নিজের ইন্দ্রিয়, মন ও বিবেক-বুদ্ধি সতেজ থাকে। আর যে পদ্ধতিতেই তিনি তবলীগ করুন না কেন—উহা যেন মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়, মনের খোরাক যোগায়, বুদ্ধির অগম্য না হয় ও বিবেককে আকৃষ্ট করে। তা করতে ব্যর্থ হলে হাজারো চেষ্টাতে কাজ হবে না। আর যিনি তা করতে পারবেন—সামান্য চেষ্টাতেও তিনি সফল কাম হ'তে পারবেন। তাই যিনি তবলীগের কাজে নিয়োজিত আছেন—তাকে একগেয়েভাবে শুধু নিজের কথা বলে গেলেই হবে না—যাকে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি প্রচার করেন তার উপর কিভাবে কতটুকু প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে সে সম্বন্ধে বেশ ওয়াকেফ হাল থাকতে হবে। পরবর্তী একটি প্রবন্ধে প্রচারকের গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং তাতে এই সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

উপরে যে তিনটি পদ্ধতির উল্লেখ করা হ'ল আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা নানাভাবে এগুলোর উন্নতি সাধিত হ'চ্ছে এবং ইহাদের কার্য্যকরি ক্ষমতা ক্রমাগতভাবে সম্প্রসারিত হ'য়ে চলেছে। এই সকল বিষয়েও ওয়াকেফ হাল হ'তে হ'বে। অন্ধ গোঁড়ামিকে আশ্রয় ক'রে বসে থাকলে দুনিয়া আমাদের নিকট হ'তে দূরে সরে যাবে। আমরাই পিছনে পড়ে পরিত্যক্ত হয়ে যাব। আল্লাহর বাণীকে প্রচার করতে হ'লে আল্লাহর দেওয়া বিজ্ঞানেরও আশ্রয় নিতে হ'বে। আধুনিক বিজ্ঞানকে কিভাবে তবলীগের কাজে লাগানো যায় সে সম্বন্ধে পরবর্তী কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

একটি সুসংবাদ!

ছাত্র ও সত্যানুসন্ধিৎসুগণের জন্য
'পাক্ষিক আহমদীর' মূল্য হ্রাস।
অগ্রিম ৪৲ টাকা স্থলে
২৲ টাকা মাত্র।

আইয়াম্-উস্-সোলেহ্ (শান্তির যুগ)

(১৭)

মূল ঃ **হজরত মির্জা গোলাম আহমদ** (আলায়হেস্-সালাম)

আখেরী জমানার ইমাম মাহ্দী ও মসিহ্ মউদ

অনুবাদ ঃ দৌলত আহমদ খাঁ খাদিম

এই আলোচনায় আমার এই উদ্দেশ্য নয় যে এই রোগের কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নাই। বরং এই রোগ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কার্য্য-কারণ পরম্পরাই অর্থাৎ কার্য্য-কারণ সৃষ্টির ধারা এক, এবং আল্লাহতা'লার আধ্যাত্মিক ইচ্ছা পরম্পরা আর এক, একটি অপরটির বিরোধী নয়। জ্ঞান-যন্ত্রের আসল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার পূর্ণতার অধিকারী সেই সত্ত্বার সমস্ত কার্য্যকে কোন প্রকার অর্থ, উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট বর্জ্জিত মনে করিয়া প্রাকৃতিক জগতের কার্য্য-কারণ পরম্পরায় সীমাবদ্ধ রাখা মানুষের পক্ষে একান্ত নির্বুদ্ধিতা বটে। ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে সেই সত্ত্বা ইচ্ছাময়, পরিকল্পনাকারী এবং সঙ্কল্পশীল নিয়ন্ত্রণকারী। তাঁহার সর্ব্বকার্য্যের অন্তরালেই গভীর হইতে গভীরতর উদ্দেশ্য নিহিত আছে। (সুতরাং) এই জগতে ভাল-মন্দ যাহা কিছু ঘটে, তাহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞজন-সুলভ ব্যবস্থা-পরম্পরার অধীনেই চলিতে থাকে এবং তাহা অভ্যাস-গত কারণে গ্রথিত থাকে। এতদসত্ত্বেও সেই ইচ্ছাময় পরিকল্পনাকারী স্বীয় জ্ঞানে সেই ব্যাপার প্রকাশের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যও অভীষ্ট নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, এই দুই বিষয়ের কি একত্র সমাবেশ হইতে পারে না? যদি এরূপ স্বীকার করা না হয়, তবে খোদার অস্তিত্ব না'উজুবিল্লাহ অর্থহীন এবং তাঁহার কার্য্যাবলী একান্তই ব্যর্থ বিড়ম্বনা হইয়া পড়ে। সুতরাং পার্থিব ও স্বর্গীয় সমস্ত পরিবর্ত্তন বৈজ্ঞানিক কার্য্য-কারণ পরম্পরার আকারে আল্লাহ-তা'লার হস্তে প্রকাশিত হয় এবং এতদসত্ত্বেও (তাঁহার) উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খোদাতা'লার হাতে এইগুলির সৃষ্টি ও বিনাশ ন্যস্ত আছে ইহাই হইল প্রকৃত দার্শনিক তত্ত্ব ও বাস্তব জ্ঞানের রহস্য। এই কথা বলিতে পার না যে যদি প্লেগের আসল চিকিৎসা ঔষধ-পত্র এবং শারীরিক ব্যবস্থা সাপেক্ষ হইয়া থাকে, তবে ইহার সঙ্গে তৌবাহ (অনুশোচনা) এবং আ'মালে সালেহার (সৎকার্য্যের) সম্পর্ক কি এবং যদি তৌবাহ এবং আ'মালে সালেহা সর্ব্বকার্য্যের গোড়ার কথা হইয়া থাকে, তবে ঔষধ-পত্র এবং ব্যবস্থাদি একান্তই নিরর্থক (নয় কি)? কেননা বাহিক ব্যবস্থা এবং দোওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আমরা যত ব্যবস্থা ও ঔষধ করিতে পারি, সেইগুলির সুফল পাইবার সমস্ত শর্ত্তও আমরা নিজ ক্ষমতায় সৃষ্টি করিতে পারি না, দোওয়ার মত সেইগুলিও আল্লাহতা'লার ক্ষমতাভুক্ত। একে অপরের বিপরীত মনে করা মানুষের নির্বুদ্ধিতা। প্রত্যেক দিক দিয়াই আমাদের জন্য খোদাতা'লাই অনুগ্রহের উৎস। যদি আমরা পুণ্যের পন্থাবলম্বন করি, তবে তিনি আমাদের জ্ঞান ও ব্যবস্থাকে ভুল-ত্রুটি হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়া ও সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেরণা যোগাইয়া আমাদিগকে আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন এবং আমাদের ধৃষ্টতা এবং দুষ্টামির ক্ষেত্রে আমাদের হাতেই আমাদের বিনাশ ঘটাইতে পারেন। দুষ্ট ও নীচ প্রকৃতির লোক এরূপ স্বাধীনতা (স্বেচ্ছাচার) প্রিয় হইয়া থাকে যে সে খোদা হইতে স্বাধীন হইতে চায়। এরূপ হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। একথা সত্য যে খোদাতা'লা তাঁর সর্ব্বকার্য্য এক-একটি ব্যবস্থার আকারে বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সকল বস্তুর (আসল) যন্ত্র খোদাতা'লার হাতে রহিয়াছে।

এক্ষণে আমি প্রথম আলোচনার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিতেছি যে যে রিজ্‌য শব্দ কোরাণ শরীফে প্লেগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে আকার যোগ করিয়া ঐ রোগকেও অভিহিত করা হয় যাহা উটের কটি দেশে হইয়া থাকে আর এই রোগের মূল এক প্রকার জীবাণু হইতে জন্মে যাহা উটের মাংশও রক্তে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এই শব্দ ব্যবহারে এই ঈঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে প্লেগ রোগের আসল কারণও জীবাণু বটে। কেননা সহি মোসলেমের এক স্থানে ইহার স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায়। ইহাতে প্লেগের নাম নাঘাফ রাখা হইয়াছে আর আরবী অভিধানে জীবাণুকে নাঘাফ্ বলে। উট বা ছাগীর নাক দিয়া যেরূপ পোকা নির্গত হয়, তাহা ঐ জীবাণু সদৃশ। তদ্রূপ আরবী সাহিত্যে রুজ্‌য শব্দ অপবিত্রতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইহাতে এই ঈঙ্গিত আছে বলিয়া বোধ হয় যে অপবিত্রতা প্লেগের মূল কারণ। সুতরাং বাহিক কারণাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক আর ইহা এই প্রকারে [illegible] পারে যে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, নর্দ্দামাসমূহ কাপড়-চোপড, বিছানা-পত্র এবং শরীরকে সর্ব্ব-প্রকার অপবিত্রতা হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে এবং এই সমস্ত বস্তুকে দুর্গন্ধ হইতে বাঁচাইতে হইবে। ইসলামের শরীয়তে যে ঐ সমস্ত পরিচ্ছন্নতার প্রতি অতি জোর দেওয়া হইয়াছে যেমন আল্লাহতা'লা কোরাণ শরীফে বলিয়াছেন:— "ও আর্‌ রুজ্‌যা ফাহ্‌জুর" অর্থাৎ "প্রত্যেক অপবিত্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিও" এই আদেশের কারণ এই যে মানুষ স্বাস্থ্য-রক্ষার কারণাদি পালন করিয়া নিজ-দিগকে শারীরিক বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিবে। কোরাণ বলিতেছে তোমরা গোসল করিয়া স্ব স্ব শরীর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, মিস্‌বাক করিবে, এবং সর্ব্বপ্রকার শারীরিক অপবিত্রতা হইতে নিজ-দিগকে এবং নিজেদের বাড়ী-ঘরকে রক্ষা করিবে, দুর্গন্ধ হইতে দূরে থাকিবে এবং মৃত ও দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদি খাইবে না। এইগুলি কি রকমের আদেশ, তাহা নাকি খৃষ্টানগণ বুঝিতে পারে না, তাই তাহাদের আপত্তি। ইহার উত্তর এই যে কোরাণের যুগে আরবের অধিবাসীগণ এরূপই ছিল এবং ঐ সমস্ত লোক যে শুধু আধ্যাত্মিক দিক দিয়াই সাংঘাতিক অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহা নয়। বরং শারীরিক দিক দিয়াও তাহাদের স্বাস্থ্য অতি বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-কানুন বাঁধিয়া দেওয়াটা তাহাদের প্রতি এবং সমস্ত দুনয়ার প্রতি অনুগ্রহ বিশেষ ছিল। এমন কি এই কথাগুলিও বলিয়া দেওয়া হইল: "কুলু ও আশ্‌রেবু ও লা তুস্‌রেফু" অর্থাৎ "খানাপিনা কর কিন্তু খানাপিনায় অন্যায় রকমের কোন আতিশয্য বা ন্যূনতার প্রশয় দিও না।" দুঃখের বিষয় এই যে পাদ্রীরা এই কথা বুঝে না যে, যে ব্যক্তি শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করা একেবারে বর্জ্জন করে সে ধীরে ধীরে অসভ্য অবস্থায় পতিত হইয়া আধ্যাত্মিক পবিত্রতা হইতে বঞ্চিত হয়। যথা দাঁতের খেলাল করা সামান্য রকমের এক পরিচ্ছন্নতা মাত্র। কয়েক দিন ইহা না করিলে দাঁতগুলিতে যে ময়লা জমে, তাহাতে মৃতদেহের গন্ধ হয়, অবশেষে দাঁত নষ্ট হইয়া যায় এবং অন্ননালিতে ইহার বিষাক্ত প্রভাব সংক্রামিত হইয়া মানুষের অন্ন-নালিকেই নষ্ট করিয়া দেয়। নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ, যখন দাঁতের মধ্যে মাংসের কোন রগ বা কণা বা কোন অংশ আটকিয়া যায়, এবং তৎক্ষণাৎ খেলাল দিয়া তাহা বাহির না করা হয়, তখন যদি তাহা এক রাত্রিও থাকিয়া যায়, তবে তাহাতে উৎকট দুর্গন্ধ জন্মে এবং এরূপ দুর্গন্ধ জন্মে যেমন মৃত ইঁদুর হইতে জন্মিয়া থাকে। সুতরাং শারীরিক ও বাহিক পবিত্রতায় আপত্তি করা এবং তোমরা শারীরিক পবিত্রতাকে অনুমাত্রও গ্রাহ্য করিও না, খেলালও করিও না, মিস্‌বাকও করিও না, আর গোসল করিয়াও কখনও শরীরের ময়লা দূর করিও না, পায়খানা করিয়াও শোচন করিও না এবং তোমাদের জন্য মাত্র আধ্যাত্মিক পবিত্রতাই যথেষ্ট—এইরূপ শিক্ষা কিরূপ নির্বুদ্ধিতা? আমাদের অভিজ্ঞতাই আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে যেমন আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রয়োজন, তেমনি শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যও শারীরিক পবিত্রতার প্রয়োজন। বরং সত্য কথা তো এই যে, আমাদের আধ্যাত্মিক পবিত্রতার মধ্যে আমাদের শারীরিক পবিত্রতার বড় হাত রহিয়াছে। কেননা যখন আমরা শারীরিক পবিত্রতা বর্জ্জন করিয়া ইহার কুফল স্বরূপ নানারূপ মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগিতে থাকি তখন আমাদের ধর্ম্মীয় কর্ত্তব্যাদি পালনেও অনেক ত্রুটি হয় এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আমরা এরূপ কর্ম্ম-বিমুখ হইয়া পড়ি যে, তখন আমরা কোন ধর্ম্মীয় সেবা করিতে পারি না; অথবা কয়েক দিন দুঃখ ভোগ করিবার পর আমরা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করি। পক্ষান্তরে নিজেদের শারীরিক অপবিত্রতা এবং স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধি-বিধান বর্জ্জন করার ফলে মানব জাতির সেবা করিবার পরিবর্ত্তে আমরা অপরের জন্যও বিপদ স্বরূপ হইয়া পড়ি এবং অবশেষে আমাদের সঞ্চিত অপবিত্রতা-

রাশি সংক্রামক আকারে প্রকাশিত হইয়া সমস্ত দেশকে ছাড়খার করিয়া দেয়। আর তত্তাবৎ আপদের কারণ আমরাই হইয়া থাকি, কেননা আমরা বাহ্যিক পবিত্রতার নিয়ম-কানুন পালন করি না। অতএব দেখ কোরাণের নিয়ম-কানুন বর্জন করিলে এবং কোরাণিক শিক্ষা সমূহ ত্যাগ করিলে মানুষের উপর কতই না আপদ বিপদ অবতীর্ণ হয় এবং যে সমস্ত অসাবধান লোক অপবিত্রতা হইতে নিবৃত্ত হয় না এবং নিজেদের বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, কাপড়-চোপড় এবং মুখ হইতে ময়লাও দুর্গন্ধ দূর করে না, তাহাদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে মানব জাতির জন্য ভয়ঙ্কর অবস্থারই না সৃষ্টি হয় এবং কিরূপ অকস্মাৎ সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়া শত শত লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হয় এবং প্রলয়ের হাহাকার উত্থিত হয়। এমন কি, মানুষ ব্যাধির প্রচণ্ডতা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ-পাত করিয়া অর্জ্জিত বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া দেশ-দেশান্তরের দিকে রওয়ানা হয়, মা সন্তান হইতে এবং সন্তান মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই বিপদ কি নরকের অগ্নি হইতে কোন অংশে কম? শারীরিক পবিত্রতার প্রতি এইরূপ উপেক্ষা সংক্রামক ব্যাধির পক্ষে ঠিক উপযুক্ত ও অনুকূল কি না তাহা ডাক্তার-দিগকে জিজ্ঞাসা কর এবং চিকিৎসকদের নিকট জানিয়া লও? সুতরাং প্রথমে শরীর, বাড়ী-ঘর এবং কাপড়-চোপড়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যাহা মানুষকে সেই নরক হইতে রক্ষা করে, যাহা ইহকালেই অকস্মাৎ বজ্রের মত পতিত হয় এবং একেবারে অস্তিত্বই বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তার উপর জোর দিয়া কোরাণ কি অন্যায় করিয়াছে? অতঃপর দ্বিতীয় নরক হইতে রক্ষা পাইবার জন্য (কোরাণ) সেই সিরাতে মুসতাকীম (সরল পথ) প্রদর্শন করিল যাহা মানব-চরিত্রের দাবী-দাওয়ার সঙ্গে ঠিক সামঞ্জস্য-যুক্ত এবং প্রাকৃতিক বিধি-বিধানেরও ঠিক অনুকূল এবং আমাদিগকে মুক্তির সেই রাজ-পথ প্রদর্শন করিল যাহাতে কৃত্রিম ষড়যন্ত্রের কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না। সর্ব্বজাতিবিদিত খোদার সনাতন নিয়ম বর্জ্জন করিয়া একটি মানুষের গড়া কাহিনী নিচয় যাহা শত সহস্র বৎসর পরে গঠিত হইয়াছে তৎসমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়া এবং একজন দুর্ব্বল মানুষকে খোদা সাব্যস্ত করিয়া এবং অভিশপ্ত মৃত্যুতে তাকে মৃত্যুদান করিয়া কি কেহ এই আশা করিতে পারে যে এই কৃত্রিম উপায়ে আমাদের মুক্তিলাভ হইবে এবং এরূপ মানুষ কি আমাদের মুক্তিদাতা হইতে পারে যে নিজেই শত্রু-হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না? এবং তাহারা যে পর্য্যন্ত না তাহার বিনাশ সাধন করিল সেই পর্য্যন্ত তাহার পেছন ছাড়িল না? যদি এই দুর্ব্বল, অসমর্থ এবং অক্ষম খোদা-ই হন যিনি লাঞ্ছনা ব্যর্থতা এবং দুঃখ-যন্ত্রণা হইতে আত্মরক্ষাই করিতে পারিলেন না, তবে আমরা বড়ই হতভাগ্য; এবং যখন ইহলোকেই তার অবস্থার এই নমুনা দেখা গেল, তখন আমরা কি করিয়া আশা করিতে পারি যে মৃত্যুর পর তার কোন নূতন বল ও নূতন শক্তি লাভ হইয়া থাকিবে? যে ব্যক্তি নিজকে বাঁচাইতে পারিল না সে কি করিয়া অপরকে বাঁচাইবে? ইহা কিরূপ অযৌক্তিক কথা যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত খোদা-তা'লা একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে স্বীয় সকাশ হইতে বিতাড়িত না করেন এবং তার প্রতি অন্তরে অসন্তুষ্ট না হন, এবং তাহার শত্রু না হন এবং তার হৃদয়কে কঠিন এবং তাঁহার প্রেম ও জ্ঞান হইতে বিদূরিত ও বঞ্চিত না করেন অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে লা'নতী (অভিশপ্ত) না করিয়া দেন এবং তাহাকে অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত খোদা আমাদিগকে নাজাত (মুক্তি) দিতে পারেন না? যে নিজের পুত্রের সঙ্গেই এরূপ ব্যবহার করে, এরূপ কল্পিত খোদা হইতে আমাদের দূরে অবস্থান করা উচিত। সত্য বল, দুনিয়াতে কোন যুক্তি কি এই কথা মানিতে পারে যে, যে ব্যক্তি নিজেই অভিশপ্ত সে খোদার নিকটে সুপারিশ করিতে পারে? দেখ, খৃষ্ট ধর্ম্মে কি পরিমাণ অর্থহীন এবং যুক্তি ও সাধুতা বর্জিত প্রলাপ রহিয়াছে। প্রথম এক অসহায় বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে অনর্থক খোদা বানান হয়। তৎপর অনর্থক ও অকারণে এই বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে সে অভিশপ্ত হইয়াছে; খোদা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন আর সে খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট, খোদা তার শত্রু হইয়াছে এবং সে খোদার শত্রু হইয়াছে; খোদা তাহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। তারপর এই বিশ্বাস পোষণ করা হয় যে এইরূপ অভিশপ্ত মৃত্যুতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপের ধরপাকড় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। চোর হও, খুনী হও, ডাকাত হও, ব্যভিচারী হও, বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া বা আত্ম-সাৎ করিয়া অপরের অর্থ ভক্ষণকারী হও, মোটের উপর যাহাই হও এবং যে কোন পাপের অনুষ্ঠাতাই হও, মুক্তি তুমি পাইবেই। তখন দেখ, এটা কি ধর্ম্ম এবং এটা কি শিক্ষা এবং এরূপ বিশ্বাস সমূহ হইতে কিরূপ ভয়াবহ ফলের সৃষ্টি হয়। এরূপ নক্কারজনক বিশ্বাস-সমূহ তাহাদের গলার মালা হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত লোকেরা ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকে। তাহারা জানে না যে ইসলাম সেই খোদাকে উপস্থিত করিয়াছে যাঁহাকে ধরিত্রীও আকাশ উপস্থিত করিয়া থাকে, যাহাতে কৃত্রিমতা এবং নূতন ষড়যন্ত্র নাই এবং ইসলাম সেই অদ্বিতীয় খোদার দিকেই পরিচালিত করে যাহার কোন আদি নাই এবং যিনি কোন স্ত্রীলোকের গর্ভজাত নহেন এবং মৃত্যুও যাঁহাকে স্পর্শ করে নাই এবং যাঁহার কোন পুত্র নাই যিনি তাঁর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হইবে। আর ইসলামের মুক্তির পন্থাও তাহাই শিক্ষা দিয়াছে যাহা শাশ্বত এবং আবহমান কাল হইতে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সাক্ষ্যের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে কোন কৃত্রিমতা নাই। তারপর মূর্খতা এবং বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা এই যে এই **মনুষ্যোপাসক** জাতি যাহারা খোদা হইতে ইতর ব্যক্তির উপাসনায় নিমজ্জিত তাহারা খোদার উপাসকদের উপর আপত্তি করিয়া থাকে। খোদার গ্রন্থ-রাজির ভুল অর্থ করিয়া নিজেদের জিদকে চরম পর্য্যায়ে লইয়া যাওয়া ছাড়া এই সমস্ত লোকের হাতে আর কি আছে। সেই সমস্ত গ্রন্থই ঐ সমস্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে এবং ইহুদীগণ এখনও সাক্ষ্য দেয় যে ইস্রায়ীলী তৌহিদ কোরাণের তৌহীদের সঙ্গে এক মত এবং এই ব্যাপারে আমরা, ইহুদিগণ এবং খৃষ্টানদের কোন কোন ফেরকা বা উপদল এবং খোদার শাশ্বত বিধানও তাহাদের বিরোধী। এই সমস্ত উপাসনা অর্থাৎ সৃষ্টজীবের উপাসনা মানবীয় ভুল-ভ্রান্তির ফলে সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ করিল প্রস্তরের পূজা, কেহ করিল মানুষের পূজা, কেহ কৌশল্যা তনয়কে খোদা মনে করিল এবং কেহ মরিয়ম-তনয়কে খোদা সাব্যস্ত করিল। এই সমস্ত লোক মোসলমানদিগকে কেন মিথ্যার দিকে ডাকে? মোসলমানদের খোদা তো ঐ খোদা, পৃথিবী ও আকাশের দিকে দৃকপাত করিলে যিনি আংশুক বলিয়া বোধ হন এবং যিনি চিরকাল লক্ষণাদির দ্বারা স্বীয় অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন। একজন উদ্যোগী মোসলমান এখনও সেইরূপ তাঁর বাণী শুনিতে পারে যেরূপ সিনাই পর্ব্বত শৃঙ্গে হজরত মুসা (আঃ) শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার জীবন্ত মো'জেজা (অলৌকিক কাণ্ড)-রাজি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পায়। সুতরাং তাহারা আবার কি করিয়া মৃত ব্যক্তিদিগকে খোদা নামে অভিহিত করিতে পারে? মনুষ্যোপাসক হওয়ার ফলে এই সমস্ত লোক স্বর্গীয় সম্পর্ক সমূহ হইতে একেবারেই বঞ্চিত এবং খোদাতা'লার স্বর্গীয় সাহায্য সমূহও তাহাদের সঙ্গী নয়। লক্ষণের স্থলে মাত্র অর্থহীন কাহিনী নিচয় উপস্থাপিত করা হইয়া থাকে। না যুক্তির দ্বারা তাহারা মীমাংসায় অগ্রসর হয়, আর না স্বর্গীয় লক্ষণাদির দ্বারা। পৃথিবীতে তাহারা অংশবাদিতাও সৃষ্টজীবের উপাসনার প্রসার করিতেছে এবং তাহারা আবার কোরাণের বিরুদ্ধে এই আপত্তি করিয়া থাকে যে কোরাণ কেন শারীরিক পবিত্রতার দিকে (মানুষের) মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইহা তাহারা জানেনা যে নবী আধ্যাত্মিক পিতা হইয়া থাকেন। তিনি (সমাজকে) ধীরে ধীরে প্রত্যেক অপবিত্রতা হইতে মুক্ত করিতে চান এবং প্রত্যেক বিপদ হইতে বাঁচাইতে চান। প্রথম শ্রেণীর যে অপবিত্রতা মানুষকে অসভ্য অবস্থায় ফেলিয়া দেয়, তাহা হইল শারীরিক অপবিত্রতা এবং ইহা হইতে ভয়ঙ্কর ব্যাধি সমূহ এবং মারাত্মক রোগ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং খোদার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গ্রন্থের সূচনাতে ইহা থাকা আবশ্যক ছিল। সে কারণ খোদা এরূপই করিলেন। প্রথমে শারীরিক অপবিত্রতা এবং অন্যান্য অসভ্য অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া অসভ্য-দিগকে (সভ্য) মানুষ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তৎপর তিনি উত্তম নীতিশীলতা এবং আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার আদেশ সমূহ শিক্ষা দিয়া মানুষকে সভ্য মানুষ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তৎপর তিনি উন্নত নীতিশীলতা এবং আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার আদেশ সমূহ শিক্ষা দিয়া মানুষকে সভ্য মানুষে পরিণতঃ করিলেন এবং তৎপর প্রেমও আল্লাহর মধ্যে ফানা (বিলীন) হওয়ার সূক্ষ্মতত্ত্বে পৌছাইয়া দিয়া সভ্যমানুষগুলিকে ঐশ্বরিক মানুষে পরিণত করিলেন এবং তৎপর এই সমস্ত সম্পন্ন করিবার পর আদেশ দিলেন:— "ই'লামু আন্নাল্লাহা ইউহিল আরদা

বা'দা মৌতেহা" অর্থাৎ "জানিয়া রাখ, খোদা মৃত্যুর পর পৃথিবীকে আবার জীবিত করিলেন।" অতএব খোদার বাণী কৌশলপূর্ণ পন্থায় মানুষকে উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছাইয়া দেয়। যেরূপ তিনি আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া থাকেন, তেমনি তিনি মনুষ্যত্ব বর্জিত মানুষকে বাহ্যিক অপবিত্রতা হইতে মুক্ত করিতে লজ্জাবোধ করেন না। তিনি তাঁহার পবিত্র বাণীতে মনুষ্য-গণকে উভয়বিধ পবিত্রতার প্রতিই অবহিত করিয়াছেন যেমন তিনি বলেন:— "ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুৎ তাওয়্যাবীনা ও ইউহিব্বুল মুতাতাহ্‌-হেরীন" অর্থাৎ "খোদা তৌবা (অনুশোচনা)কারী-দিগকে ভালবাসেন এবং যাহারা শারীরিক পবিত্রতার অনুসারী, তিনি তাহাদিগকেও ভালবাসেন।" সুতরাং "তাওয়্যাবীনা" শব্দ দ্বারা আল্লাহতা'লা আভ্যন্তরীণ শুচিতাও পবিত্রতার প্রতি মনোযোগে আকর্ষণ করিলেন এবং "মুতাতাহ্‌-হেরীন" শব্দ দ্বারা বাহ্যিক শুচিতাও পবিত্রতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। আর এই আয়েতের এই অর্থ নয় যে আল্লাহতা'লা মাত্র ঐ সমস্ত লোককেই ভালবাসেন যাহারা বাহ্যিক শুচিতা পালন করে, বরং "তাওয়্যাবীনা" শব্দকে সঙ্গে যোগ করিয়া বর্ণনা করিলেন। ইহাতে এই ঈঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে যে খোদাতা'লার যে পূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ভালবাসায় কেয়ামতের দিন মুক্তি লাভ হয়, তাহা মানুষের বাহ্যিক পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে খোদাতা'লার দিকে প্রকৃত প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গেই গ্রথিত। কিন্তু মাত্র বাহ্যিক পবিত্রতার পালনকারী ইহলোকে এই পর্য্যন্ত উপকৃত হয় যে সে অনেকগুলি শারীরিক ব্যাধি হইতে রক্ষা পায় এবং যদিও সে উচ্চমার্গের ঐশ্বরিক প্রেমের ফল দেখিতে পায় না কিন্তু যেহেতু সে খোদার অভিপ্রায় অনুসারে অল্প কার্য্যও করিয়াছে অর্থাৎ নিজেদের ঘর-বাড়ী, শরীর ও কাপড়-চোপড় অপবিত্রতা হইতে মুক্ত রাখিয়াছে, সেই জন্য তাহার এই পরিমাণ ফল পাওয়া আবশ্যক যে সে কোন কোন শারীরিক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবে। অবশ্য পাপাধিক্যের কারণে সে শাস্তিযোগ্য হইয়া থাকিলে ভিন্ন কথা। কেননা সেই অবস্থায়ও বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা পূর্ণভাবে পালন করা সত্ত্বেও তাহার ফলভোগ করিবার সুযোগ খোদা তাহাকে দিবেন না। মোটের উপর, আল্লাহ-তা'লার প্রতিশ্রুতির কারণে যে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার চেষ্টা করে সেই শত্রুও ইহলোকে প্রেম শব্দের অতি ক্ষুদ্র ও অনুপরিমাণ অংশের ওয়ারিশ হইয়া যায় যেমন অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে যে ব্যক্তি নিজের ঘর-বাড়ী খুব পরিষ্কার রাখে এবং নিজের নর্দ্দমাগুলিকে ময়লা হইতে দেয় না এবং নিজের কাপড়-চোপড় ধুইতে থাকে এবং খেলাল করে ও মিসবাক করে, শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে এবং পচা দুর্গন্ধ হইতে দূরে থাকে, সে অধিকাংশ স্থলেই মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি সমূহ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। অতএব সে যেন এই প্রকারে "ইউহিব্বুল মুতাতাহ্‌-হেরীনা"র প্রতিশ্রুতি দ্বারা উপকৃত হয়। কিন্তু যে সমস্ত লোক বাহ্যিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখে না তাহারা কোন না কোন সময় প্যাঁচে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং মারাত্মক ব্যাধি-রাজি তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

(ক্রমশঃ)

তবলীগে হেদায়েত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মূল: হজরত মীর্জা বশীর আহ্‌মদ সাহেব

অনুবাদ: এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

যৌক্তিক ও ধর্ম্ম পুস্তকীয় সমালোচনা ব্যতীত তিনি আরো এক মহান কার্য্য করেন। তদ্বারা খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রসাদ একদম চুরমার ও ভিত্তি ছাড়া হইয়াছে। ইহা হইল ক্রুশের ঘটনা এবং মসিহ নাসেরীর কবর সম্বন্ধে তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা। তিনি ইঞ্জিল ও ইতিহাস হইতে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত করিয়াছেন:—

প্রথম, মসিহ্ নাসেরীর ক্রুশে প্রাণ ত্যাগের উপর প্রায়শ্চিত্তবাদের মূল ভিত্তি সংস্থাপিত। তাঁহাকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেন নাই। মুর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহাকে জীবিতই ক্রুশ হইতে নামানো হয়। এই কথা তিনি এরূপ প্রখর যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহের স্থান নাই।

দ্বিতীয়, তিনি স্পষ্ট প্রমাণ সমূহের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, খোদা স্বরূপে প্রতিপন্ন মসিহ্ নাসেরীর মৃত্যু হইয়াছে।

তৃতীয়, তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ঐতিহাসিক প্রমাণ সমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে, ক্রুশের ঘটনার পর ঈসা আলাইহেস সালাম সিরিয়া হইতে হিজরত পূর্ব্বক কাশ্মীরের অঞ্চল আগমন করেন। তারপর তিনি অকাট্যভাবে প্রমাণিত করেন যে, শ্রীনগর খান-ইয়ার মহল্লায় মসিহর (আঃ) কবর বিদ্যমান।

এখন, তাঁহার এই তিনটি মহান গবেষণার ফলে কি ভীষণ প্রতিক্রিয়া খৃষ্টান ধর্ম্মের উপর হইতেছে লক্ষ্য করুন। এই গবেষণাগুলির পরেও কি মসিহর ঈশ্বরত্ব এবং প্রায়শ্চিত্তবাদের কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে? হজরত মসিহ্ ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ না করা এবং ক্রুশ হইতে জীবিতাবস্থায় অবতরণ না করা অর্থ প্রা[illegible] ধূলিসাৎ হওয়া। তারপর, মসিহ্ তাঁহার জীবনের দিনগুলি অন্যান্য মানুষের ন্যায় কাটাইয়া মৃত্যুলাভ করা, সমাহিত হওয়া এবং তাঁহার কবরও পাওয়া যাওয়ায় শুধু তিনিই মরেন নাই, তাঁহার ঈশ্বরত্বেরও মৃত্যু হইয়াছে। বস্তুতঃ, শুধু তিনিই কবরে সমাহিত নহেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঈশ্বরত্বও সমাহিত এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের যাবতীয় ইন্দ্রজাল উড়িয়া গিয়াছে। ('মসিহ-হিন্দুস্তান মে,' 'রাজে-হকিকত' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

হজরত মীরজা সাহেব 'রুহানী মোকাবিলার' জন্যও খৃষ্টানদিগকে আহ্বান করেন এবং বারম্বার তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ দেন। তাহারা ত এই দাবী করে যে সরিষা স্বরূপ ইমানের দ্বারাও তাহারা তাহাই করিতে পারে, যাহা মসিহ তাহাদের ধারণা মত করিয়াছিলেন। সুতরাং, খৃষ্টান-দিগকে তাহারা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাহাদের ইমানের পরিচয় দেওয়ার জন্য ভীষণভাবে আহ্বান করা হয়। তিনি মসিহর ঈশ্বরত্ব শুধু অস্বীকারই করেন না, বরং তাঁহার চেয়ে আপনি শ্রেষ্ঠ হওয়া ঘোষণা করেন। কোন সন্দেহ নাই, মসিহ নাসেরী নবীগণের মধ্যে একজন নবী ছিলেন, কিন্তু হজরত মীরজা সাহেব ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ-তা'লা তাঁহাকে মসিহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। হজরত মীরজা সাহেব প্রায়শ্চিত্তবাদের খুনি ধারণা অলীকতা প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, যদি খৃষ্টানদের মধ্যে কাহারো রুহানী কামালতের (আধ্যাত্মিক গুণ-সম্পদের) দিক দিয়া তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সামর্থ্য থাকে, তবে সম্মুখীন হইতে পারে এবং তাঁহার সহিত শক্তি পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পারে যে, খোদা কাহার সহিত আছেন। তিনি আরো লিখিলেন যে, 'কুরআ' নিক্ষেপ করতঃ কোন কোন সাংঘাতিক ব্যধিগ্রস্ত রোগী উভয় পক্ষের জন্য নির্ব্বাচন করা হয়। কতকগুলি খৃষ্টানেরা নেয় এবং কতকগুলি হজরত মীরজা সাহেবকে দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার ভাগের রোগীদের জন্য দোয়া করিবেন। তাঁহার খোদার নিকট তাহাদের আরোগ্য চাহিবেন। খৃষ্টানেরাও তাহাদের ভাগের রোগীদের আরোগ্যের জন্য ঈসা মসিহর নিকট দোয়া করিতে পারে এবং তাহাদের জড়জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে চিকিৎসাও করিতে পারে। পরে, দেখা যাইবে, কোন পক্ষের খোদা জয়ী হন এবং কে লাঞ্ছিত হয়। তিনি প্রতিযোগীতা মূলক এই আহ্বান বারম্বার করিতে থাকেন এবং ইহার সম্বন্ধে বহু সংখ্যক ইস্তাহার প্রচার করেন। পাদ্রীদিগকে অত্যন্ত গয়রত দেওয়া হয়। তাহাদের বড় বড় বিশপদের নিকট আহ্বান মূলক পত্র প্রেরিত হয়। কিন্তু কেহই সম্মুখীন হওয়ার সাহস করে নাই। ইহাপেক্ষা বড় আত্মিক মৃত্যু—যাহা এই জাতির ঘটিয়াছে, আর কি হইতে পারে? ('তবলীগে রেসালত,' 'রিভিও অব্ রিলিজিয়ন্‌স্,' 'হকিকতুল-অহি' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)

তারপর, ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে যে মহামোবাহাসা (তর্ক-যুদ্ধ) অমৃত সহরে খৃষ্টানদের সহিত তাঁহার হইয়াছিল এবং উহা "জঙ্গে মোকাদ্দস" নামে প্রকাশিত হয়, সেই মোবাহাসার শেষে তিনি খৃষ্টান তর্ককারী (মুনাজের) ডিপুটি আব্দুল্লাহ আথাম সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আথাম আঁ-হজরতকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লাম) "দাজ্জাল" বলিয়াছিল এবং হজরত মীরজা সাহেব ও ইসলামের প্রতি হাস্য প্রকাশ করিয়া ছিল। আথাম এক সর্ব্বৈব মিথ্যা ও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এক মতের উপর আস্থাশীল। সে জন্য, যদি সে সত্যের প্রতি না ঝুঁকে, তবে পনর মাসের মধ্যে মৃত্যু দণ্ড পাইয়া 'হাবিয়া' দোজখে নিপতিত হইবে। ('তবলীগে রেসালত,' 'রিভিও অব্

রিলিজিয়নস্,' 'হকিকতুল-অহি' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) এই ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে আথামের মনে এরূপ ভীতির সঞ্চার হইল যে, সভাস্থলে তখন আথাম মুখ হইতে জিহ্বা বাহিরে ঝুলাইয়া এবং তাহার দুই কাণে হাত দিয়া বলিল, "আমি ত 'দাজ্জাল' বলি নাই।" অথচ, সে তাহার "আন্দরুনা-বাইবেল" নামক পুস্তকে এ কথাই বলিয়াছিল। ইহার পর যতই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল তাহার এই ভয় ও ত্রাস ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আথাম সহর হইতে সহরান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহার ভীতি-গ্রস্ত চিন্তাধারা কখনো উন্মুক্ত তরবারী, কখনো সর্প সরূপে তাহাকে দেখাইতে লাগিল। (পাদ্রী ডাঃ মার্টিন ক্লার্ক কর্ত্তৃক আদালতে বিবৃতি এবং "কেতাবুল্ বারিয়ায়" দ্রষ্টব্য)) আথাম তাহার মুখ ও কলম ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিল। জানা গিয়াছে, ঐ সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া আথাম কোরআন শরীফ পর্য্যন্ত পাঠ করিত। যদিও খৃষ্টীয়ানেরা তাহার ভয় হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে তাহার জন্য পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তবু তাহার ভয় বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। পরিশেষে, তাহার অবস্থা এই পর্য্যায়ে পৌছিল যে, তাহাকে বারম্বার মদ্য পান করানোর দ্বারা সংজ্ঞাহীন করিয়া রাখা হইত। বস্তুতঃ, সে সব দিক হইতেই আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লামের সত্যতা এবং কোরআন শরীফের সত্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া প্রকাশ করিল। সুতরাং, খোদাতা'লা ভবিষ্যদ্বাণীর সর্ত্তানুসারে তাহাকে মিয়াদের মধ্যে 'হাবিয়ায়' পতন হইতে রক্ষা করেন।

মিথ্যাবাদীদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়াছে বলিয়া খৃষ্টীয়ানেরা শোরগোল করিতে লাগিল। ইহাতে হজরত মীরজা সাহেব তাহাদিগকে যুক্তি প্রমাণের দ্বারা বুঝিতে দিলেন যে, আথাম ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই রক্ষা পাইয়াছে। কারণ, ইহা একটি মিশ্র ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীটির অর্থ ছিল, আথাম প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে পনর মাসের মধ্যে 'হাবিয়ায়' নিপতিত হইবে, এবং সত্যের প্রতি ঝুঁকিলে নিরাপদ থাকিবে। অন্য কথায়, এক দিকে তাহার ধ্বংস হওয়ার এবং অন্য দিকে তাহার জীবিত থাকারও ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল। সুতরাং, তাহার ভীত হওয়ার এবং নত হওয়ায় বিশেষ প্রমাণ রহিয়াছে বলিয়া তাহার জীবিত থাকাও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ছিল। ইহার বিরোধী ছিল না। কিন্তু খৃষ্টীয়ানেরা ইহা স্বীকার করে নাই;—বরং বলা উচিত, তাহারা স্বীকার করিতে চাহে নাই। ইহাতে হজরত মীরজা সাহেবের ইসলামী গয়রত উদ্বেলিত হইল। তিনি ইস্তাহার দ্বারা ঘোষণা করিলেন, যদি আথাম এই হলফ, যে ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে সে ভয় পায় নাই এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, আর এই হলফের এক বৎসরের মধ্যে সে ধ্বংস না হয়, তবে তিনি নগদ এক হাজার টাকা তাহাকে পুরস্কার দিবেন এবং তদবস্থায় তিনি মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন এবং তাহারা সত্যবাদী প্রতিপন্ন হইবে। এই টাকা এখনই যে কোন সালিসের নিকট ইচ্ছা, তাহারা গচ্ছিত রাখিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। কিন্তু আথাম সাহেব এ দিকে আসিলেন না।

ইহাতে হজরত মীরজা সাহেব পুনরায় ইস্তাহার দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে আথাম নত হয় নাই বলিয়া সে হলফ করিলে তাহাকে তিনি দুই হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। কিন্তু এবারও সে চুপই থাকিল। ইহাতে তিনি তৃতীয়বার ইস্তাহার দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, আথাম হলফ করিলে তিনি তিন হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। কিন্তু এবারও কোন প্রত্যুত্তর করা হইল না। পরিশেষে, তিনি চতুর্থবার ইস্তাহার দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে তিনি নগদ চারি হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন, যদি আথাম এই হলফ করে যে ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা তাহার মনে কোন ভয়ের সঞ্চার হয় নাই এবং সে কোন প্রকারেই ঝুঁকে নাই। তিনি আরো লিখিলেন যে, হলফ করিলে এক বৎসরের মধ্যে তাহার জীবন লীলা সাঙ্গ হইবে এবং ইহার সহিত কোনই সর্ত্ত নাই। আর যদি সে হলফ না করে, তবে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকটেই ইহা প্রমাণিত হইবে যে হলফ না করিয়া সত্য ঢাকিবার প্রচেষ্টা করিতেছে মাত্র। তদবস্থায়, তিনি এক বৎসরেও সীমা নির্দ্দিষ্ট না করিয়া বলেন যে, শীঘ্রই তাহার মৃত্যু হইবে এবং কোন কৃত্রিম খোদা তাহাকে এই ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইহার পর, তিনি ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে আরো এক ইস্তাহার দ্বারা এই বিষয়েরই পুনরুল্লেখ করিলেন। তিনি লিখিলেন:—

"আমি তাঁহার নামে হলফ করিতেছি, যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি আথামও হলফ করিতে চায় এবং আমার উপস্থিতকৃত ভাষায় (অর্থাৎ, পনর মাসের মেয়াদকালে তাহার অন্তরে ভবিষ্যদ্বাণীর ভয় প্রবল ছিল না এবং ইসলামের সত্যতার প্রভাব তাহার চিত্তে পড়ে নাই, আর সে কোন প্রকারেই ঝুঁকে নাই) এক জনতার মধ্যে আমার সম্মুখে তিনবার হলফ পূর্ব্বক বলে [redacted] এবং আমি 'আমিন' বলি, তবে আমি তৎক্ষণাৎ চারি হাজার টাকা তাহাকে দিব। যদি হলফ করিবার তারিখ হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত সে জীবিত ও নিরাপদ থাকে, তবে উহা তাহার টাকা হইবে এবং ইহার পর এই সকল জাতিরা আমাকে যে সাজা চায়, দিবে। পৃথিবীর যাবতীয় শাস্তির মধ্যে কঠিনতম শাস্তি তাহারা আমাকে দিলেও আমি অস্বীকার করিব না। আর তাহার হলফের পর, আমরাই এলহামের ভিত্তি দ্বারা, আমি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে অধিক লাঞ্ছনা আর কিছুই হইবে না।" ('তবলীগে রেসালত,' ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য)

পাঠক, খোদাতা'লার কুদরতের তামাসা দেখুন, এই শেষ ইস্তাহারের পর সাত মাস অতিক্রমের পূর্ব্বেই ২৭শে জুলাই, ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে আথামের মৃত্যু হইল। আথামের মৃত্যুর পরেও হজরত মীরজা সাহেব বিরুদ্ধবাদীদের উপর 'হুজ্জৎ' পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে শুধু খৃষ্টীয়ানদিগকেই নহে, যাবতীয় বিরুদ্ধবাদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন:—

"যদি এখনো কোন খৃষ্টীয়ান আথামের এই মিথ্যাচরণ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করে, তাহা হইলে আসমানী সাক্ষ্যের দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া নিতে পারে। আথাম ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মরিয়াছে। এখন, সে নিজেই তাহার স্থলবর্ত্তী হইয়া আথামের ব্যাপারে হলফ করিতে পারে। অর্থাৎ, এই মর্ম্মে হলফ করিবে যে, আথাম ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাবে ভীত হয় নাই, বরং তাহার উপর এই চারিটি আক্রমণ হইতেছিল। (অর্থাৎ, হজরত মীরজা সাহেবের তরফ হইতে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য কখনে তরবারী সহ লোক পাঠানো হইয়াছে, কখনো সাপ ছোঁড়া হইয়াছে, কখনো কুকুর শিক্ষা দিয়া পঠোনো হইয়াছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, 'নাওজুবিল্লাহ্-মিন্-জালেকা') যদি এই হলফকারীও এক বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা পায়, তবে দেখ, আমি এখন অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি ইহা সহস্তে প্রকাশ করিব যে আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়াছে। উল্লিখিত হলফের সহিত কোন সর্ত্ত থাকিবে না। ইহা অত্যন্ত পরিষ্কার ফয়সালা হইবে এবং খোদার নিকট যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথে আছে, তাহার মিথ্যা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।" ('আঞ্জামে আথম,' ১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য))

কিন্তু ইহাতেও বীর বাহাদুর খৃষ্টীয়ান সন্তানেরা 'মর্দ্দে-ময়দান' স্বরূপে সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। আল্লাহো-আকবর! ইহা কত ভীষণ লাঞ্ছনা—কি ভীষণ পরাজয়ই না ছিল, যাহা ইসলামের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে খৃষ্টীয়ানদের ঘটিয়াছিল। কিন্তু যাহার চক্ষু নাই, সে কি প্রকারে দেখিবে? (বিস্তৃত আলোচনার্থে, 'জঙ্গে-মোকাদ্দস,' 'আন্ওয়ারুল-ইসলাম,' 'আঞ্জামে আথাম' প্রভৃতি দেখা কর্ত্তব্য)।

আথামের এই লাঞ্ছনাময় মৃত্যুতে খৃষ্টীয়ান শিবিরে শত্রুতার ও ঈর্ষার ভীষণাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। তাহার মৃত্যুর পর অধিক দিন যায় নাই, অমৃত সহরের অতি বিখ্যাত খৃষ্টীয়ান মিশনারী এবং অমৃত সহরের মোবাহাসায় আথামের সহকারী ও সাথী পাদ্রী ডক্টর মার্টিন ক্লার্ক হজরত মীরজা সাহেবের বিরুদ্ধে খুনের প্রচেষ্টার অভিযোগ পূর্ব্বক এক মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ করিলেন যে তাঁহাকে হত্যা করার জন্য মীরজা সাহেব ঝিলম নিবাসী জনৈক আবদুল হামিদকে অমৃত সহর প্রেরণ করেন। পাদ্রী সাহেব লালসা ও ভয় প্রদর্শনের দ্বারা উক্ত আবদুল হামিদকে তাঁহার মতলব মোতাবেক জবানবন্দীও করাইলেন। এই মোকদ্দমা দায়েরের পূর্ব্বেই আল্লাহতা'লা হজরত মীরজা সাহেবকে এলহামের দ্বারা জানাইলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা হইবে, কিন্তু পরিণামে তিনি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইবেন। তিনি এই এলহাম প্রচার করিলেন। ইহার পর মোকদ্দমার কার্য্য আরম্ভ হয়। আর্য্য সমাজীরা এবং গয়ের-আহমদী মোসলমানেরা খৃষ্টীয়ানদের সাহায্য করিলেন এবং খোলাখুলিভাবে তাহাদের সাথ দিলেন। আর্য্য

উকীলেরা মার্টিন ক্লার্কের পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকে মোকদ্দমায় উকালতি করিলেন। মোসলমান মৌলবীগণ আগে বাড়িয়া হজরত মীরজা সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। কিন্তু আল্লাহতা'লা গুরুদাসপুরের ডিপুটী কমিশনার ক্যাপ্টেন ডগ্‌লাসের নিকট সত্য উদ্‌ঘাটন করিলেন। পরিশেষে, ফল কি হইল? আবদুল হামিদ ক্যাপ্টেন ডগ্‌লাসের পায়ে পড়িয়া স্বীকার করিল যে, মোকদ্দমাটি জাল মাত্র এবং পূর্ব্বেকার জবানবন্দি পাদ্রীদের শিখান ছিল। সুতরাং আল্লাহতা'লার প্রদত্ত সুসংবাদ অনুসারে হজরত মীরজা সাহেব সম্মানের সহিত নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইলেন। পাদ্রীরা মাথায় পরাজয় ও লাঞ্ছনার ডালি ছাড়া মিথ্যা চক্রান্ত ও খুনের সঙ্কল্প করিবার দুরপনেয় কলঙ্কের ডালিও লইল। ইসলামের একটি দেদীপ্যমান জয়লাভ হইল। ('কেতাবুল বারিয়া' দেখুন)।

যখন হজরত মীরজা সাহেব দেখিতে পাইলেন যে খৃষ্টীয়ানদের মধ্যে কেহই দোয়া এবং 'এফাজা রুহানীর' দিক দিয়া সম্মুখীন হইল না, তখন তিনি তাহাদিগকে 'মোবাহালার' জন্য আহ্বান করিলেন। যদি তাহারা তাহাদের ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া যথার্থই বিশ্বাস করে, তবে তাহারা তাঁহার সহিত মোবাহালায় প্রবৃত্ত হউক। অর্থাৎ, তাহারা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া দোয়া করিবে:— "সদা প্রভো, আমরা খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মকে সত্য জানি এবং ইসলামকে একটি মিথ্যা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। আমাদের প্রতিপক্ষ **মীরজা গোলাম আহমদ, কাদিয়ানী** ইসলামকে সত্য মনে করেন এবং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের বিশ্বাসগুলিকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এখন সদা প্রভো, প্রকৃত বিষয় তুমিই জান। তুমি আমাদের উভয়ের মধ্যে যথার্থ মীমাংসা কর। আমাদের মধ্যে যে পক্ষের দাবী অসত্য, উহাকে সত্য পক্ষের জীবদ্দশায় এক বৎসরের মধ্যে আজাব দেও।" হজরত মীরজা সাহেব লিখিয়াছেন যে তিনিও এই প্রকার দোয়া করিবেন এবং দেখিবেন যে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কে খোদার আজাবগ্রস্ত হয় এবং কাহার সম্মানিত হয়। আক্ষেপের বিষয়, খৃষ্টীয়ানদের মধ্যে কেহই এই প্রতিযোগিতার জন্য উপস্থিত হয় নাই। ('তবলীগে রেসালত' দ্রষ্টব্য)

(ক্রমশঃ)

জুমুআর খোৎবা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

কয়েকটি বিমান পাঠাইল। রাশিয়ার এই বিমানগুলি অবতরণ করা মাত্র ইংরাজ, ফরাসী ও ইস্রাইল তিনই পলায়ন করিল। বস্তুতঃ, যাহারা খুব ধুমধামের সহিত মহাদর্পে মিসরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা মসীলিপ্ত মুখে পলাতকদের ন্যায় সেখান হইতে পলায়ন করিল। এই প্রকারে আল্লাহতা'লা তাহাদের সমস্ত দুরভিসন্ধিকে ব্যর্থ করিলেন।

আল্লাহ্‌র ফজল ও বিজয়:

সেইরূপ, যদি তোমরা আল্লাহতা'লার ফজল চাও, তবে তোমরা এই প্রকার বিজয় লাভ করিবে। রাশিয়ান বিমানের আগমনে ইংরাজ, ইস্রাইল ও ফরাসী মিসর হইতে যেমন পলায়ন করিয়াছিল, ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারী পাদ্রীরাও তেমনি কাণে হাত দিয়া বলিবে যে খোদার ওয়াস্তে এবার ক্ষমা কর—আর কখনো এরূপ করিবে না।

একবার আমার নিকট এক ইংরাজ আসিয়া বলিল, "আমি আপনার সহিত ইসলাম সম্বন্ধে কিছু আলাপ করিতে চাই। কিন্তু সর্ত্ত এই যে, আপনি কোন আক্রমণাত্মক কথা বলিবেন না।" আমি বলিলাম, "আপনি ইসলামের উপর আক্রমণ না করিলে আমিও কোন আক্রমণাত্মক উত্তর করিব না।" কিন্তু আলাপ শুরু হওয়ার একটু পরেই সে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। আমিও উত্তর করিতে যাইয়া হজরত ঈসা আলাইহেস সালামের উপর আক্রমণ করিলাম। ইহাতে তাহার চেহারা লাল হইয়া গেল। বলিল, "আমি ঈসা আলাইহেস সালামের খেলাফ কোন কথা শুনিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "দেখুন আপনার সহিত আমি অঙ্গিকার করিয়াছিলাম যে, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের উপর আক্রমণ না করিলে আমি হজরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের উপর আক্রমণ করিব না। আমি হজরত ঈসা আলাইহেস সালামের বিরুদ্ধে কোন কথা বলি নাই। আপনি আপনার ওয়াদা ভঙ্গ করিয়া মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের উপর হামলা করিয়াছেন। আপনার তো হজরত ঈসা আলাইহেস সালামের জন্য গয়রত আছে। তবে, আমি কি বেগয়রত? ইসলাম এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের সম্মান আক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া আমার কোন গয়রত বোধ হইবে না? হজরত ঈসা আলাইহেস সালামের সমর্থন করিতে যাইয়া আপনি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের উপর একটি আক্রমণ করিলে উহার মোকাবিলা আমি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের সমর্থনে হজরত ঈসা আলাইহেস সালামের উপর বিশটি আক্রমণ করিব।" ইংরাজটি তখনি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিতে লাগিল যে হজরত ঈসা আলাইহেস সাল্লামের বিরুদ্ধে কোন কথা বরদাশ্‌ত করিতে পারে না।

বস্তুতঃ, এই সকল লোক তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ তাহাদের ধর্ম্মের উপর আক্রমণ না করা পর্য্যন্ত তর্জ্জন গর্জ্জন করে। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মের উপর হামলা করা হইলে এবং রহস্য ভেদ করা হইলে, তাহারা মোকাবিলা করিতে পারে না। পলায়ন করে। এই কারণেই বড় বড় পাদ্রীদের মজলিসগুলি নির্দ্দেশ দিয়াছে যে খৃষ্টান মিশনারী আহ্‌মদীদের সহিত কথা বলিবে না। কারণ আহমদীরা আক্রমণাত্মক প্রত্যুত্তর করে। ইহাতে তাহাদের বিপদ ঘটে।

গয়মের সময় আমি মারী থাকা কালে সেখানে পাদ্রীরা গিয়াছিল। তাহারা ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে থাকে। আমার এক পুত্র তাহাদের সহিত বহস করিতে গেল। আমাদের মোবাল্লেগও সেখানে পৌছিলেন। কয়েক দিন কথাবার্ত্তা বলিবার পরেই পাদ্রীরা বলিল, "আমরা আপনাদের সহিত তর্ক করিব না।" যাহা হউক, আহমদীগণের পৌছাতেই পাদ্রীদের "ছাটি কা দুধ" স্মরণ হইল।

ইন্‌শা-আল্লাহু-তা'লা, পুস্তকটি বাহির হইলে জানা যাইবে যে ইসলামের আক্রমণ শুধু সুয়েজেই নয়, সব দেশেই সফলতা লাভ করে। খৃষ্টানদের, পণ্ডিতদের এবং ইসলামের অন্যান্য শত্রুদের সাধ্য নাই যে তাহারা ইসলামকে আক্রমণ করিয়া বিজয়ী হইবে। তাহারা ইসলামকে আক্রমণ করিলে তাহাদের গৃহের কথা এমনভাবে বাহির হইয়া পড়িবে যে, তাহারা গৃহে যাইয়াও শান্তি পাইবে না। গৃহের কবাট বন্ধ করিতে হইবে। তাহাদের সমস্ত বীরত্বের অবসান হইবে। তাহাদের শান-শাওকত লাঞ্ছনায় পর্য্যবেশিত হইবে।

ইসলামের হুঙ্কার ও বিজয়-ধ্বনি:

খোদাতা'লার ফজলে ইহাও আরম্ভ হইয়াছে। আল্লাহতা'লা চাহিলে শীঘ্রই সম্পূর্ণতা লাভ করিবে। খোদাতা'লা আমাদের জন্য আনন্দের দিন সুনিশ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তাহা নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য তোমাদিগকে অধিক হইতে অধিক কুরবানী করিতে হইবে, যাহাতে শীঘ্র হইতে শীঘ্র আমাদের বিজয়ের দিন আসে—শত্রুর মুখ কালিমায় লিপ্ত হয় এবং ইসলামের মোকাবিলা তাহারা ব্যাঘ্রের সম্মুখে গর্দ্দভের লেজ গুটাইয়া পলায়নের ন্যায় পলায়ন করে। ইসলাম ব্যাঘ্র সদৃশ। খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মগুলি গর্দ্দভ তুল্য। ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিয়া মৃত্যু ছাড়া গতি নাই।

যে ধর্ম্মই ইসলামকে আক্রমণ করিবে, ইসলাম উহাকে ব্যাঘ্রের ন্যায় আক্রমণ করিবে এবং উহা গর্দ্দভের ন্যায় পলায়ন করিবে। ব্যাঘ্র নিজে নিজে কখনো আক্রমণ করে না। কথিত আছে, কেহ ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িয়া শুইয়া পড়িলে ব্যাঘ্র তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। কিছু করে না। ইসলামও এইরূপ। ইসলাম শত্রুকে দেখিতে পাইয়া চুপ করিয়া চলিয়া যায়। কারণ ইসলাম জানে যে ইসলাম শক্তিশালী। গরীবকে আক্রমণ করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু অপর পক্ষ দুর্ব্বল হওয়া সত্ত্বেও আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হইলে ব্যাঘ্র এমন গর্জ্জন করিয়া বসে যে শত্রু সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে।

সুতরাং, বিজয়ের দিন নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য অধিক চেয়ে অধিক কুরবানী কর। খোদা করুন সেই দিন শীঘ্র আসিয়া পড়ে। তোমরা সফলতা লাভ কর এবং বিজয়ী হও। তোমাদের শত্রু অকৃতকার্য্য ও ব্যর্থ মনোরথ হউক!

('আল-ফজল' ১-১২-৫৬)

আপনি 'পাক্ষিক আহমদীর'
চাঁদা দিন, গ্রাহক দিন
অন্যকে পড়িতে দিন
সাহায্য পাঠান

বিশ্ব-আহ্‌মদীয়া সালানা জল্‌সা, রাব্‌ওয়া

—এ, এইচ, এম, আলী আন্‌ওয়ার

আহমদীয়া জমাতের সালানা জলসার বুনিয়াদ রাখিয়াছিলেন আল্লাহতা'লা স্বয়ং তাঁহার প্রেরিত মসিহ্‌ মাওউদের মাধ্যমে আজ হইতে ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে কাদিয়ানে। পাক-ভারত উপমহাদেশ ব্যবচ্ছেদের পর হইতে ১৯৫৫ সন পর্য্যন্ত এই জলসা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একই সময়ে দারুল্‌-হিজরত রাব্‌ওয়া ও দারুল-আমান কাদিয়ান উভয় স্থানেই অনুষ্ঠিত হইতেছিল। হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানী আইয়েদাহুল্লাহতা'লা বেনাসরিহিল আজীজের নির্দ্দেশানুক্রমে ১৯৫৬ সনে কাদিয়ানে সালানা জলসার অধিবেশন হইল অকেটরে এবং রাব্‌ওয়ায় হইল ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর। পাকিস্তান ব্যতীত ইন্দুনিসিয়া, চীন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, ডাচ্‌ গায়েনা, ত্রিনিদাদ, জর্ম্মাণী, হল্যাণ্ড, আদন, সিরিয়া, ফেলিস্তিন এবং ভারত হইতে আহ্‌মদী ডেলিগেটগণ ইহাতে যোগদান করেন। "ইয়াতীনা মিন্‌ ফাজ্জিন আমীক"—দূর-দূরন্ত হইতে লোক তোমার নিকট পৌছিবে—ঐশীবাণীর জলন্ত নিদর্শন হইল জলসা। এবার জলসায় যোগদানকারীদের সংখ্যা ষাট ও সত্তর হাজারের মধ্যে ছিল। গত বৎসরের উপস্থিতি প্রায় ৫০ হাজার ছিল। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে কাদিয়ানে শেষ সালানা জলসার উপস্থিতি সংখ্যা ৪০ হাজার হইয়াছিল। প্রতি বৎসরেই উপস্থিতি সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এবারকার উপস্থিতি পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করিয়াছে। এবার পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতেও অন্যান্য সকল বর্ষ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক আহমদী জলসায় যোগদান করেন। তাঁহারা সেখানে একটি পার্টিও দেন। জলসায় যাওয়ার জন্য যাঁহারা তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে প্রেরণা দিয়াছেন বা সাহায্য করিয়াছেন আল্লাহতা'লা তাঁহাদেরও সকলকেই উত্তমরূপে পুরস্কৃত করুন। আল্লাহতা'লা আহমদিয়তের তরক্কী ত্বরান্বিত হইতে ত্বরান্বিত করুন এবং বিশ্বময় তাঁহার নেজাম কায়েম করুন।

হজরত খলিফাতুল্‌-মসিহ সানীর উদ্বোধনী বক্তৃতা :

আল্লাহতা'লার অনন্ত, অসীম শোকর তিনি এ বৎসর আমাদের জমাতকে তাঁহার প্রেরিত হেদায়েত এবং মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের আনীত শিক্ষা বিশ্বে প্রচার এবং তদুদ্দেশ্যে কুরবানী করিবার উপায় সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য আমাদের মরকজে সমবেত হওয়ার সুযোগ দিয়াছেন। এ বৎসর কোন কোন এরূপ অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে যে তৎফলে শত্রু বড় আনন্দ পাইয়াছে। শত্রু ভাবিয়াছে আহমদীয়া জমাত তাহাদের ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উদ্যত হইয়াছে। এখন জমাত শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু আল্লাহতা'লার এহসান, তিনি আমাদের জমাতকে একবার পুনরায় তাহাদের মরকজে সমবেত হইয়া কার্য্যতঃ ইহা প্রমাণিত করিবার সুযোগ দিয়াছেন যে শত্রুর প্রচারণাতে সত্যের লেশ নাই; শত্রুর আশা-আকাঙ্খাগুলি ভ্রান্ত ও মিথ্যা। যাহারা এই প্রকার প্রচারণা করিতেছিল, তাহারা আসিয়া স্বচক্ষে দেখিতে পারে যে জমাত কি বিদ্রোহ উদ্যত বা পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক আকিদৎ-সম্পন্ন। (আল্লাহু-আকবর ধ্বনী)

এই সমস্ত লোকের একটুও সততা থাকিলে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের অনুবর্ত্তিতা তো বড় কথা, হুজুর আকরামের গোলামদেরও গোলামদের অনুবর্ত্তিতার সৌভাগ্য হইলেও স্বচক্ষে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে তাহাদের প্রচারণা ভিত্তিহীন মিথ্যাচার ছিল। জমাত তাহাদের ইমামের আহ্বানে 'লাব্বায়েক' বলিতে বলিতে ইসলামের উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক কুরবানী ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। যদিও আমরা বাস্তবিকই দুর্ব্বল, অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং আমাদের শত্রু সব দিক দিয়াই শক্তিশালী, কিন্তু হায়! যদি তাহারা আমাদের জমাতের সহিত আল্লাহতা'লার ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারিত যে জমিন আসমানের খোদা এই জমাতের সঙ্গে আছেন। ইহা সুনিশ্চিত যে, তিনি সমস্ত ফেৎনার অবসান করিবেন। তিনি ঐ সকল যাবতীয় সংগঠনকেই চূর্ণীকৃত করিবেন, যাহা খোদাতা'লার তনজীমের সম্মুখীন হইবে—ইন্‌শা-আল্লাহু-তা'লা।

চল, আজ আমরা আল্লাহতা'লাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি আমাদিগকে ইসলামের নামে জিন্দা রাখার জন্য এখানে সমবেত হওয়ার তৌফিক দিয়াছেন। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, বস্তুতঃ আমাদের জমাতের সকল স্তরের লোককেই "আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক," "আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক" ('আল্লাহ, আমরা হাজির'—'আল্লাহ, আমরা হাজির') বলিতে বলিতে আমাদের মরকজে সমবেত হওয়ার তৌফিক তিনি দিয়াছেন। যদিও আমাদের কেহ কেহ তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বংশধরের যথার্থরূপ শিক্ষা সম্বন্ধে কতকটা উদাসীনতা প্রকাশ করিতেছেন, তবু আমি আশা করি যে আল্লাহতা'লা আহ্‌মদীদের বংশধরগণকে এই তৌফিক দিতে থাকিবেন যে, তাহারা তাহাদের দুর্ব্বলতা ও উদাসীনতা সত্ত্বেও ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচু রাখিবে এবং ইন্‌শাআল্লাহ সর্ব্বদাই শত্রুর সঙ্কল্প ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবে। ইন্‌শাআল্লাহতা'লা।

আমি সর্ব্বদাই দেখিয়াছি, আমাদের জমাতও ৪২ বৎসর যাবত প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, যখনি আমাদিগকে মিটানোর প্রচেষ্টা করা হইয়াছে, আল্লাহতা'লা আমাদিগকে আরো উন্নতি দিয়াছেন এবং জমাতের ইমান ও ইখলাস অসাধারণভাবে বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। হায়! আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণও আল্লাহতা'লার এই ব্যবহারিক সাক্ষ্যকে দেখিতে পাইত! যদি তাহারাও দেখিত যে, আল্লাহতা'লা এই জমাতের সঙ্গে আছেন!

আল্লাহতা'লার এই ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমি এ বৎসর বারম্বার কর্ম্মীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছি যে এ বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মেহমান আসিবেন। এ জন্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাও বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। আজ রাত্রে এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে স্ত্রীলোকদের বাসস্থানে তিল পরিমাণ স্থানও ছিল না। গত বৎসর ২৫শে ডিসেম্বর রাত্রে খাবার পারমিট দৃষ্টে মেহমানদের সংখ্যা উনিশ সহস্র ছিল। এবার এই তারিখে মেহমানদের সংখ্যা সাতাশ হাজারেরও উপরে উঠিয়াছিল। ইহা শুধুই আল্লাহতা'লার ফজল ও এহসান।

যদি আমাদের জমাত তাহাদের ইমান ও এখলাসের হেফজত করে এবং ভবিষ্যদ্বংশধরের মধ্যে তাহা পরিবৃত্তি করিতে থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেই দিন সত্বর উপস্থিত হইবে, যখন তোমাদের দ্বারা পৃথিবীতে ইসলাম জয় লাভ করিবে এবং পৃথিবীর খৃষ্টান শক্তিদের সকলেরই মস্তক ইসলামের সম্মুখে অবনত করিতে হইবে।

আহমদী মহিলাদের উদ্দেশ্যে :

রাত্রিতে থাকার অসুবিধা বশতঃ স্ত্রীলোকদের কিছু কষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অভিযোগের পরিবর্ত্তে বস্তুতঃ তাঁহাদের শোকর করা উচিত। আল্লাহতা'লা আমাদের জমাতের অসাধারণ উন্নতি দিয়াছেন—আমাদের মরকজের কর্ম্মীদের আশার বাহিরে। এই জন্য তাহারা বাসস্থানের পুরাপুরি ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। অভিযোগ করিবার অধিকার মরকজের কর্ম্মীদের আছে। তাহারা আল্লাহতা'লার ফজল সম্বন্ধে অনুমাণ করিতে পারে নাই। আমি ৭।৮ দিন যাবত অনবরত বলিতে-ছিলাম যে, সন্দেহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা এবং দুষ্টতার ফলে এবার আল্লাহতা'লার গয়রত কাজ করিতেছে। নিশ্চয়ই তিনি কোন অনন্যসাধারণ নিদর্শন প্রদর্শন করিবেন। তবু আমাদের কর্ম্মীরা আগন্তুক মেহমানগণের জন্য যথাযথভাবে এন্তেজাম করিতে পারে নাই।

সুতরাং, একদিকে তো আমি এন্তেজামকারী-দিগকে বলিতেছি যে তাঁহারা আল্লাহতা'লার ফজলের যথার্থ অনুমাণ সহ সাম্পূর্ণটুকু জোর দিয়া চেষ্টা করুন, যাহাতে মেহমানদের কোন প্রকার কষ্ট না হয়। অন্য দিকে, আমি সমাগত বন্ধুগণকে বলিতেছি কোন প্রকার কষ্টবোধে অভিযোগের স্থলে তাঁহাদের আনন্দ করা উচিত। এত অধিক সংখ্যক মেহমান আসিয়াছেন যে মরকজ তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত এন্তেজাম করিতে পারে নাই। দেখ, ইহা খোদাতা'লার কত বড় ফজল, কত বড় এহসান। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানটি একটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ভূমি ছিল। কয়েকটি তাঁবু খাটাইয়া

আমরা রাবওয়ার ভিত্তি পত্তন করি। কিন্তু অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে আবাদ হওয়ার এবং সুন্দর একটি বসতি স্থাপনের তৌফিক দিয়াছেন। অন্যত্র দেখ, কত লোক বাসস্থানচ্যুত হইয়া এখনো আবাসাভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এখন আমি দোয়া করিতেছি। আপনারা সকলেই আমার সহিত যোগদান করুন। দোয়া করুন, আল্লাহতা'লার এই ফজল চিরদিন আমাদের সঙ্গে থাকে। আমরা সর্ব্বদা তাঁহার ফজল দ্বারা লাভবান হওয়ার তৌফিক পাই। দোয়ায় হিন্দুস্তানের আহমদীদিগকেও বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন। সেইরূপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইন্দোনেসিয়া, বর্মিয়ু এবং ইউরোপের জমাত সমূহ বিশেষতঃ তথাকার মোবাল্লেগণের জন্যও দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা তাঁহাদের হেফাজত করেন, তাঁহাদের সাহায্য করেন এবং অসাধারণ-ভাবে ইসলামের তরক্কী দেন। (অতঃপর হুজুর সুদীর্ঘ দোয়া করেন)

হজরত খলিফাতুল মসিহ সানীর (আইঃ) একটি বক্তৃতাংশের সারানুবাদ ঃ

জলসা সালানা, রাবওয়া, ২৭-১-৫৬

সাধারণতঃ জলসার দ্বিতীয় দিন আমি সাধারণ বিষয়াবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া থাকি। কিন্তু এবার একটি বিশেষ বিষয়ে বলা সাব্যস্ত করিয়াছি। বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে এ সম্বন্ধে বলা অত্যাবশ্যক। ইহা হইল খেলাফত সমস্যা। ইহার দুইটি অংশ আছে: (১) প্রকৃত ইসলামী খেলাফত, (২) আসমানী তনজীমের বিরোধিতা ও উহারপটভূমিকা।

মোফাস্সেরগণ সকলেই আয়েত 'এস্তেখলাফ' (সুরাহ নূর, ৭ম রুকু) সম্বন্ধে একমত। তাঁহারা বলেন যে ইহার সম্বন্ধ ইসলামী খেলাফতের সহিত। সাহাবা কেরাম এবং খোলাফায় রাশেদীনও আয়েতটিকে খেলাফত সম্বন্ধেই জ্ঞান করিতেন। এ জমানায় হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওস্ সালামও ইসলামী খেলাফত সম্বন্ধেই ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। আয়েতের প্রথমাংশে আল্লাহতা'লা 'ওয়াদাল্লাহুল্লাজিনা আমানু' বলিয়া যাহাদিগকে সম্বোধন করিয়াছেন, তাহাদের দ্বারা খেলাফতে ইমানশীল ব্যক্তিদিগকে বুঝায়। আয়েতটিতে আল্লাহতা'লা বলিতেছেন, "ওহে ঐ সকল মোসলমান যাহারা ইসলামী খেলাফতে ইমান রাখ, যাহারা ইহা কায়েম রাখিতে চেষ্টা কর এবং তদনুমোদিত কার্য্য করিয়া থাক, আমি তোমাদের সহিত অঙ্গিকার করিতেছি যে তোমাদিগকে পৃথিবীতে তেমনি খলিফা করিব, যেমন তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে আমি খলিফা করিয়াছি।" অর্থাৎ, আমি পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করিবার ন্যায় তোমাদের মধ্যেও করিব। কিন্তু আমি তোমাদের নিকট এই আশা রাখি যে তোমরা সর্ব্বদা তৌহিদ কায়েম করিবে। অর্থাৎ, বহু ঈশ্বরবাদী মুশরীক ধর্ম্মগুলির খণ্ডন এবং ইসলামের তবলীগ করিবে। যদি তোমরা আমার এই আশা পূর্ণ না কর, তবে তোমাদের মধ্যে খেলাফতও থাকিবে না। স্মরণ রাখিবে, তদবস্থায় আমার উপর ওয়াদা খেলাফির কোন অভিযোগ বর্ত্তিবে না। কারণ, খেলাফত স্থাপন একটি ভবিষ্যদ্বাণী নয়। ইহা আমার একটি প্রতিশ্রুতি। ইহাতে একটি সর্ত্ত আছে। তোমাদিগকে প্রকৃত ইসলামী খেলাফত সম্মত কাজ করিতে হইবে। তোমরা ঐ সর্ত্ত পালন না করিলে, আমার ওয়াদা পূর্ণ করা হইবে না। তদবস্থায় খেলাফত সম্পদ তোমাদের হস্তচ্যুত হইবে। তোমরা খেলাফতে প্রত্যয়শীল (মোমেন-বিল্-খেলাফত) আর থাকিবে না; বরং খেলাফত অস্বীকারকারী (কাফের-বিল্-খেলাফত) হইয়া আমারও বিদ্রোহী হইবে।

খেলাফতের দুইটি পর্য্যায় ঃ

মোসীয় খেলাফের ন্যায় রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের খেলাফতেরও দুইটি পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্বয়ং রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামও বলিয়াছেন, "আমার পর খেলাফত স্থাপিত হইবে, তারপর অত্যাচারী বাদশাহতগুলি চলিবে। তারপর আবার 'নবুওতের পথে খেলাফত' ('খেলাফত-আলা-মিন্হাজুন-নবুওআৎ') প্রতিষ্ঠিত হইবে।" বস্তুতঃ, তাহাই হইয়াছে। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পর প্রথমে 'খেলাফতে রাশেদা' স্থাপিত হইল। বাহ্যিক অবয়বের দিক হইতে উহা হজরত আলী রাজিআল্লাহুতা'লা আন্হুতে পরি-সমাপ্তি লাভ করিল। তারপর, জালেম মোসলমান বাদশাহদের পালা আসিল। তারপর, বিজাতীয়দের শাসন দণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইল। এ সবই জবরমূলক বাদশাহ্ত ছিল। পরিশেষে, হজরত মসিহে মাওউদ আলাইহেস সালামের জরিয়া আল্লাহতা'লা পুনরায় 'খেলাফত-আলা মিন্হাজুন্-নবুওআৎ' (নবুওতের পথে খেলাফত) প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যদি 'এস্তেখ্লাফ' আয়েতের সর্ত্তগুলি মসিহ্ মাওউদের জমাত পালন করে, তবে ইন্শাআল্লাহ এই খেলাফত কিয়ামত পর্য্যন্ত জারি থাকিবে। মসিহ্ মোহাম্মদী মোসীয় মসিহ্ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং, আমরা আল্লাহ্তা'লার ফজলে আশা করি, ইন্শা-আল্লাহ, খৃষ্টীয় খেলাফতে যে সকল ত্রুটী ঘটিয়াছে মোহাম্মদী মসিহ্র খেলাফত ঐ সকল ত্রুটী হইতে রক্ষা পাইবে। খৃষ্টীয় খেলাফত মসিহকে খোদার স্থান দিয়া তৌহীদের উপর আক্রমণ চালাইয়া, তাহাদের ধর্ম্মকে তাহারাই হত্যা করে। কিন্তু মোহাম্মদীয় মসিহর খেলাফত, ইন্শা-আল্লাহুতা'লা, কিয়ামত পর্য্যন্ত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের খেদমত গোজার থাকিবে এবং তৌহীদের পতাকা বহন করিবে। ইহারই প্রতি ইঙ্গিতক্রমে হজরত মসিহে মাওউদ আলাইহেস সালামকে সম্বোধন পূর্ব্বক আল্লাহতা'লা বিশেষতঃ এই এলহাম করিয়াছেন ঃ—

"খুহুৎ-তৌহীদা খুহুৎ-তৌহীদা, ইয়া আব্নাউল ফারেস্"—"হে মসিহ মাওউদের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সন্তানগণ, তৌহীদকে মজবুত করিয়া ধরিবে, যাহাতে তোমাদের মধ্যে এই মহাসম্পদ সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ থাকে।"

জমাতে আহমদীয়ায় খেলাফতের সেল্সেলা সম্বন্ধে স্বয়ং হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালাম বলেন :—

"সুতরাং, হে বন্ধুগণ, যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ্তা'লার এই বিধান রহিয়াছে যে তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদিগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করিয়া দেখান, এমতাবস্থায় এখন সম্ভবপর হইতে পারে না যে খোদাতা'লা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। এ জন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের পক্ষে 'দ্বিতীয় কুদরত' (কুদরতে সানিয়া) দেখাও প্রয়োজন, এবং ইহার আগমণ তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল 'কেয়ামত' পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' আমি না যাওয়া পর্য্যন্ত আসিতে পারে না, কিন্তু আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করিবেন। তাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। .....আমি খোদার মূর্ত্তিমান 'কুদরত'। আমার পর আরো কতিপয় ব্যক্তি হইবেন, যাঁহারা 'দ্বিতীয় কুদরতের' বিকাশ হইবেন। অতএব, তোমরা খোদার অপর কুদরতের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করিতে থাক।" ('আল্-ওসিয়ত, ৯।১০ পৃঃ)

এই উদ্ধৃতিটিতে হজরত মসিহ মাওউদ আলাই-হেস্ সালাতু ওস্ সালাম যে 'দ্বিতীয় কুদরতের' কথা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা খেলাফতকেই বুঝায়। তিনি তাঁহার জমাতকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন তাহারা 'ইমান-বিল্-খেলাফত'—খেলাফতে প্রত্যয়ের উপর কায়েম থাকার জন্য যেন সমবেতভাবে দোয়া করিতে থাকে, যাহাতে তাহারা একই পতাকা তলে একত্রিত থাকিয়া ইসলামের জন্য যুদ্ধ করিতে পারে এবং বিজয়মণ্ডিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পদ-মূলে স্থাপন করে। কারণ মসিহ মাওউদের আগমণের ইহাই উদ্দেশ্য।

'দ্বিতীয় কুদরত' অর্থ শুধু আমরাই খেলাফত মনে করি না। গয়ের-মোবায়ীনগণও (যাঁহারা খলিফা সানীর হাতে বয়েত করেন নাই, অর্থাৎ লাহোর আঞ্জুমনে ইশাতে ইসলাম —সঃ আঃ) ইহার এই অর্থই করিয়াছেন। হজরত মসিহ মাওউদ আলাই-হেস সালাতু ওস্ সালামের ওফাতের পর যে এলান করা হইয়াছিল এবং উহাতে খাজা কামালুদ্দিন সাহেবের ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় গয়ের-মোবায়ীনেরও দস্তখত আছে, উহাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইয়াছে, "আল্-অসিয়তে বর্ণিত হুজুর আলাইহেস সালাতু ওস্ সালামের নির্দ্দেশাবলী মোতাবেক..... সমগ্র কউম.....জনাব হাকিম নূর উদ্দীন সাহেব সাল্লামাহুকে তাঁহার স্থলবর্ত্তী ও খলিফা কবুল করিয়াছেন।" (বদর, ২রা জুন, ১৯০৮ সন)

এই এলানে লিখিত "আল্-অসিয়তে বর্ণিত হুজুর

আলাইহেস্ সালাতু ওস্ সালামের নির্দ্দেশাবলী মোতাবেক" কথাগুলি হইতে পরিস্কার জানা যায় যে, তখন 'আল্-অসিয়তে' বর্ণিত দ্বিতীয় কুদরত" দ্বারা স্বয়ং গয়ের-মোবায়ীনগণও খেলাফত প্রতিষ্ঠার অর্থই গ্রহণ করিতেন, যদিও তাঁহারা পরে অভিসন্ধি মূলে ইহার বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রথম খলিফার পর জমাতের শতকরা নব্বই জন ব্যক্তি আমার হাতে বয়েত গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার দেখাইলেন যে তাঁহারা জমাতে খেলাফত থাকা জরুরী জ্ঞান করেন।

ফেৎনা হইতে খেলাফত হেফাজত :

বর্ত্তমান ফেৎনা প্রসঙ্গে বারম্বার বিশেষভাবে আমি ভাবিয়াছি যাহাতে আমাদের খেলাফত তঞ্জীম সর্ব্বপ্রকার ফেৎনা ও দুষ্টতা হইতে সুরক্ষিত থাকে, তজ্জন্য আমাদের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের ইমান হইতেছে আল্লাহতা'লাই খলিফা করেন। কিন্তু ইতিহাসের এই সাক্ষ্যকেও অস্বীকার করা যায় না যে, ফেৎনাকারীদের দুষ্টতা বশতঃ মহাসম্মদ খেলাফত বিচ্ছিন্ন হইতেও পারে। হজরত ইমাম হাসান রাজিআল্লাহু আন্হুর পর এই প্রকার দুষ্টতার ফলেই এই নেমাৎ ছিন্ন হইয়াছিল এবং মোসলমান ইহার যোগ্যতা হারাইয়াছিল। আমি বলিয়াছি, কোরআন মজীদে খেলাফত প্রতিষ্ঠার সর্ত্ত-যুক্ত প্রতিশ্রুতি হইতেও প্রকাশ পায় যে, খেলাফত তন্জীম সুরক্ষার জন্য মোসলমানদের বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে। এ বৎসর আমাদের জমাতে কোন কোন ব্যক্তি যে ফেৎনার সৃষ্টি করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে উহা একটা চাল। উহার দ্বারা আল্লাহতা'লা জমাতকে সতর্ক করিয়াছেন এবং আমাদিগকে এরূপ উপায় অবলম্বন করিবার প্রতি মনোযোগী করিয়াছেন, যাহার ফলে খেলাফত তন্জীম সর্ব্বপ্রকার ফেৎনা হইতে নিরাপদ থাকিবে।

ভবিষ্যতে খেলাফত নির্ব্বাচন-বিধি :

আমি উপযুক্ত চিন্তার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে, ভবিষ্যতে শুরা মজলিসের দ্বারা খলিফা নির্ব্বাচন হইবে না। আজ হইতে আমি এই নির্ব্বাচন পদ্ধতি রহিত করিতেছি। ভবিষ্যতে যখনি খলিফা নির্ব্বাচনের সময় আসিবে, শুরা মজলিসের পরিবর্ত্তে অন্য এক মজলিস ইহার মীমাংসা করিবেন। সদর আঞ্জুমন আহমদীয়ার নাজেরগণ, তহরীক জদীদের উকীলগণ, সেলসেলার মুফতি, জামেয়াতুল্ মোবাশ্শেরীন ও জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপ্যালগণ ছাড়া হজরত মসিহে মাওউদ আলাইহেস্ সালামের খান্দানের জীবিত ব্যক্তিগণও এই মজলিসের সভ্য থাকিবেন। তদ্ব্যতীত, পাকিস্তানের সমস্ত এলাকাগুলির, দৃষ্টান্ত স্থলে, পূর্ব্বেকার পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রভৃতির মোবায়ে (বয়েতকৃত) আহমদী জমাত সমূহের জেলা আমীরগণও এই মজলিসে যোগদান করিবেন, যদি তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মরকজে পৌছিতে পারেন। তাঁহাদের সকলকেই খবর করিবার ব্যবস্থা মরকজ করিবে। কিন্তু যে কোন কারণে তাঁহারা সময় মত পৌছিতে সমর্থ না হইলে, তদবস্থায় এই মজলিসের ফয়সলাকে ভ্রান্ত বলিবার কোন অধিকার তাঁহাদের জন্মিবে না। যাহা হউক, এই মজলিস যাহাই সিদ্ধান্ত করে তাহা সমস্ত জমাতেরই অবশ্য-মান্য হইবে। যে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। এই মজলিস যে খলিফা নিযুক্ত করিবেন, তিনিই হইবেন খোদার নির্ব্বাচিত খলিফা। আমি তাঁহাকে এখন হইতেই এই সুসংবাদ দিতেছি যে, খোদাতা'লার সাহায্য তাঁহার সঙ্গে থাকিবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যে-ই দাঁড়াইবে, লাঞ্ছিত ও পর্য্যুদস্ত হইবে—অকৃতকার্য্য রহিবে। কারণ তিনি কোরআন করীমে বর্ণিত আল্লাহ্-তা'লার প্রতিশ্রুতি সম্মত খলিফা—তিনি হজরত মসিহে মাওউদ আলায়হেস্ সালামের অভিপ্রেত খলিফা। এইরূপ খলিফা নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করিবেন।

আল্লাহ্তা'লা 'এস্তেখলাফ' আয়েতে "কামাস্ তাখ্লাফাল্লাজিনা মিন্ কাব্লেহিম" (পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে আমি যেরূপ খলিফা করিয়াছিলাম) বলিবার দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগুলির তন্জীম সম্বন্ধে ভাবিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তদুদ্দেশ্যে আমি একটি কমিটি গঠন করিয়াছি। এই কমিটি শীঘ্রই তাহাদের রিপোর্ট উপস্থিত করিবেন। বিষয়টি জমাতের শুরা মজলিসে উপস্থিত করিয়া সেখানে ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা করা হইবে।

আপাততঃ, আমি ঘোষণা করিতেছি যে, শুরাতে বিষয়টি উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোল্লিখিত বিধি বলবৎ থাকিবে। অর্থাৎ, সময় উপস্থিত হইলে সমস্ত জমাতগুলিরই প্রতিনিধি সমবেত হওয়ার পরিবর্ত্তে উপরোল্লিখিত মজলিসই ইহার মীমাংসা করিবেন। সেই মীমাংসা সমগ্র জমাতেরই অবশ্য-মান্য হইবে।

যেহেতু ইহাও শরীয়তের হুকুম যে যাহার জন্য প্রোপ্যাগণ্ডা করা হয় বা যে নিজে খলিফা হওয়ার আগ্রহ পোষণ করে, তাহাকে খলিফা করিতে হইবে না। হজরত খলিফা আউআল রাজিআল্লাহু আন্হুর সন্তানগণ সম্বন্ধে এই উভয় কথাই প্রমাণিত হইয়াছে। এ জন্য ভবিষ্যতে হজরত খলিফা আউআলের সন্তানগণের খেলাফত নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার কোনই অধিকার থাকিবে না।

কোরআন করীম রসুল করীম সাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পুণ্যবাণী সাহাবা কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীন, এবং ফুকাহায় উম্মত এ বিষয়ে এক মত যে অবশ্য খেলাফত নির্ব্বাচন এজমা দ্বারা সম্পন্ন হয়, কিন্তু এই এজমা অর্থে বুঝায় সহজে সংগৃহীত হয় এমন অভিমত যাহা সেই মীমাংসা পরে উম্মতের অধিকাংশের মতেও সমর্থিত হয়।

সুতরাং, যে মজলিস কায়েম করা হইল ইহা যে নির্ব্বাচন করিবে প্রকৃতপক্ষে জমাতেরই নির্ব্বাচন হইবে। এই নির্ব্বাচন কোরআন মজীদের শিক্ষা, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের ইরশাদাবলী, পূর্ব্ববর্ত্তী বুজুর্গগণ, উম্মতের ফকিহগণ ও হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের অভিপ্রায়ের সাক্ষ্যাৎ অনুমোদিত।

আমার মতে ভবিষ্যতে যিনিই খলিফা হইবেন, তাঁহার জন্য একটি অপরিহার্য্য সর্ত্ত এই থাকিবে যে তিনি কসম সহ স্বীকার করিবেন যে আহমদীয়া খেলাফতের উপর ইমান রাখেন এবং কিয়ামত পর্য্যন্ত খেলাফতের সিলসিলা জারি রাখার জন্য যত্নবান থাকিবেন—তিনি ইসলাম ও আহমদীয়তের তবলীগ বিশ্বের শেষ প্রান্ত সমূহে পর্য্যন্ত পৌছাইতে চেষ্টা করিবেন, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সমস্ত আহমদী মোবায়েগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাহাদের হক সমূহ হেফাজত করিবেন।

আদম হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক এখন পর্য্যন্ত যুগে যুগে ঐশী-জমাত সমূহ দুনিয়ার উপর দ্বীনকে অগ্রগণ্য রাখিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। যাহাতে ঐশী-জমাতগুলি তাহাদের প্রতিজ্ঞা পালনে সমর্থ না হয়, তজ্জন্য শয়তান প্রতি যুগেই চেষ্টা করিয়াছে। এ যুগে আহমদীয়া জমাতও এই প্রতিজ্ঞাই করিয়াছেন। হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম বয়েতে নেওয়ার শপথেও এই প্রতিজ্ঞাটি রাখিয়াছেন। শয়তান এ যুগেও নানা প্রকার কার্য্য কারিতা দ্বারা জমাতকে এই প্রতিজ্ঞা হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টায় রত আছে।

স্মরণ রাখিবে, তোমরা যাহারা আহমদীয়া খেলাফতের সহিত সংবদ্ধ, তোমরা আসমানী নেজামের সিপাহী। শয়তান নিত্য নূতন উপায়ে তোমাদিগকে পথ-ভ্রষ্ট ও জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিতে চাহিতেছে। কিন্তু, ইন্শাআল্লাহ, ইহাতে সে কখনো কৃতকার্য্য হইবে না। কারণ হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালাম বলিয়াছেন. তিনি আদমের রূপে আসিয়াছেন। প্রথম আদম তো জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তোমাদিগকে জান্নাতে নিয়া যাইতে আসিয়াছেন। সুতরাং, ইন্শাআল্লাহ, শয়তান অকৃতকার্য্য থাকিবে। তোমরা খোদাতা'লার জান্নাতে প্রবেশ করিবে। কেননা তোমরা তাঁহার সত্যিকার অনুবর্ত্তী।

পরলোকে হজরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক

(রাজিআল্লাহু আন্হু)

"ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন"

—এ, এইচ, এম, আলী আন্ওয়ার

হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওস্ সালামের অন্যতম জলিলুল-কদর সাহাবী হজরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব রাজি আল্লাহু আন্হু ১৩ই জানুয়ারী রবিবার সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটের সময় ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর ছিল। ১৮৭৩ সনের ১৩ই জানুয়ারী তারিখেই পশ্চিম পাঞ্জাবের ভেরা সহরে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯০ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালামের হাতে কাদিয়ানে আসিয়া বয়েত গ্রহণ করেন। ঐ সনে তিনি ইণ্ট্রান্স্ পাশ করিয়াছিলেন। বয়েতের পর প্রতি রবিবার এবং যখনি ছুটি হইত, তিনি হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালামের খেদমতে হাজির হইতেন। ১৯০৪ সনে হজরত মুফতি সাহেব পীড়িত হইলে তাঁহার মাতা সাহেবানী হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালামের খেদমতে হাজির হইয়া দোয়ার জন্য আবেদন করিলে হুজুর আলাইহেস সালাম বলিলেন "আমি তো তাঁহার জন্য দোয়া করিই। আপনি মনে করিতে পারেন যে, সাদেক আপনার পুত্র বলিয়া আপনি তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কিন্তু আমার দাবী এই যে, আপনার স্নেহ হইতেও তাহার জন্য আমার স্নেহ অধিক।"

হজরত মুফতি সাহেব নানা দিক দিয়া সেলসেলার বহু খেদমত করিয়াছেন। তিনি হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালামের রীতিমত প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বরূপেও কাজ করিয়াছেন—পত্রাদির উত্তর দিয়াছেন। হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালাম কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া তিনি কাদিয়ান হাই স্কুলের শিক্ষকতাও করিয়াছেন। পরে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত 'বদর' পত্রিকার সম্পাদনা করিতে থাকেন। 'বদর' ও 'আল-হাকাম' দুইটি সাপ্তাহিককে হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালাম তাঁহার "দুই বাহু" বলিয়াছেন। এই পত্রিকাগুলিতে হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালামের তাজা এল্হাম, কথামৃত এবং সদ্য ও জলন্ত নিদর্শন সমূহের বিবরণ প্রকাশ ছাড়া শত্রুদের উত্তর, কোরআন করীমের দরস, খুৎবা জুমুআ এবং ইসলাম সম্বন্ধীয় নানা গবেষণা ও ঐশীতত্ত্বের ব্যাখ্যা মূলক প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হইয়া মসিহ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের তবলীগের প্রসার হইত। 'বদর' ১৯০৭ সন হইতে বাঙ্গালা দেশেও আসিতে আরম্ভ করে। হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালামের অন্যতম বাঙ্গালী সাহাবী জনাব রয়িসউদ্দীন খান সাহেব মরহুমের শ্বশুর কেবলা সৈয়দ আবদুর রেজ্জাক সাহেব ইহার গ্রাহক ছিলেন।

হজরত মুফ্তি সাহেব সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দ্বীনের খেদমতের জন্য হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালামের নিকট জীবন ওয়াকফ করেন। জীবন ওয়াক্ফের সর্ত্তে ছিল মাটিই বিছানা, চাদ আকাশ এবং ঘাস পাতাই আহার্য্য হইলেও তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া দ্বীনের খেদমত করিবেন।

হজরত খলিফা আউআল রাজি আল্লাহু আন্হুর সময়ে প্রেরিত হইয়া তিনি আর্য্যবর্ত্তের কোন কোন স্থানে প্রকৃত ইসলাম আহমদিয়তের সহিত লোকদিগকে পরিচিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ "কাশীর বক্তৃতা" তখনকার একটি স্মৃতি।

হজরত খলিফাতুল্ মসিহ সানী আইয়েদাহুল্লাহুল ওদুদ তাঁহাকে প্রথমে ইংলণ্ডে ও পরে আমেরিকায় মিশনারী করিয়া প্রেরণ করেন। আমেরিকার সর্ব্ব প্রথম মুসলিম মিশনারী তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো সহরে মিশন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তিনি আমেরিকায় ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈমাসিক (বর্ত্তমানে মাসিক) "মুসলিম সান্রাইজ" প্রবর্ত্তন করেন। যাঁহারা ইহা দেখিয়াছেন সকলেই ইহার গুণে মোহিত। তাঁহার সময়ে শিকাগো ছাড়া ওয়াশিংটন, ডেট্রিয়ট, সেণ্ট্লুইস, ফিলাডেলফিয়া প্রভৃতি নানা স্থানে জমাত কায়েম হয়। অন্যূন দুই সহস্র ব্যক্তি ইসলাম ও আহমদিয়তে দাখিল হন।

তারপর, তিনি কাদিয়ান সদর আঞ্জুমন আহমদীয়াতে নাজের ই-উমুরে খারেজা ও কিছুদিন হজরত খলিফা সানী আইয়েদাহুল্লাহুতা'লা বেনাস্রিহিল আজীজের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ করেন।

তিনি আমেরিকার বিভিন্ন চারিটি ইউনিভার্সিটি হইতে ডি ডি, ডি-লট্ প্রভৃতি চারিটি ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্ত হন।

'আয়নায় সেদাকত,' 'জেক্রে হবিব,' খলিফা আউওল রাজিআল্লাহু আন্হুর দরসুল্-কোরআনের নোট, 'লতা এফে সাদেক,' বাইবেলে রসুলুল্লাহ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী 'কবরে মসিহ', 'তহদিসে নেমাৎ' প্রভৃতি তাঁহার রচিত অতি উপাদেয় গ্রন্থ। 'জেক্রে-হবিব' তাঁহার সখ-প্রসঙ্গ ছিল। যখনি কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিত, তিনি তাঁহার সহিত হজরত মসিহ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের সময়কার কোন কথা অবশ্যই আলোচনা করিতেন। ১৯২৪ সন হইতে আরম্ভ পূর্ব্বক '৫৬ সন পর্য্যন্ত সালানা জলসায় তিনি 'জেকরে-হবিব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তদ্ব্যতীত, অন্যান্য উপলক্ষেও তিনি এই বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। বক্তৃতা এমন হইত যেন কিছু সময়ের জন্য মানুষ মসিহ মাওউদের দরবারেই থাকিত, যাহা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাহারো ভুলিবার ছিল না।

যিনিই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহার বিরাট আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান, বাক্য ও চরিত্র মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়াছেন এবং আল্লাহতা'লার নৈকট্য লাভের জিন্দা নিদর্শনের সাক্ষ্যাৎ পাইয়াছেন। তাঁহার দোয়া দ্বারা উপকৃত না হইয়াছেন, এমন লোক জমাতে অল্প আছেন।

বাঙ্গালা দেশের উপর তাঁহার এহসান অতি বড়। দ্বিতীয় খেলাফতের সময় যখন বাঙ্গালার জমাত খেলাফতের বয়েত সমস্যা লইয়া হাবুডুবু খাইতেছিল, তখন ১৯১৪ সনের মে কি জুন মাসে প্রেরিত হইয়া খেলাফতের বয়েত করান দ্বারা তিনি খেলাফতের সহিত জমাতের সংযোগ রক্ষা করেন। তখন বাঙ্গালার জমাত বলিতে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার জমাত বুঝাইত। খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব দ্বিতীয় খেলাফত নির্ব্বাচনের সময় কাদিয়ানেই ছিলেন। তিনি তখনি বয়েত করেন।

কামেলুল ইমান ও পূর্ণাঙ্গ সাহাবী বলিতে যাহা বুঝায় তিনি তাহাই ছিলেন। এমন সুন্দর অস্তিত্ব জগতে অল্পই হইয়াছেন। যিহোশূয় নবীর কেতাবে ছিল, "আল্লাহতা'লা 'সাদেককে' পূর্ব্ব দেশ হইতে আবির্ভূত করিলেন।" পশ্চিম গোলার্দ্ধে যখন হজরত মুফতি সাহেব ইসলামের তবলীগ করিতে যান, তখন "মুসলিম সান্রাইজ" পত্রে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীটির শাব্দিক সফলতাও সপ্রমাণ করেন

হজরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস সালাম তাঁহাকে "সত্যিকার বন্ধু," (মুহিব্বে সাদেক) "খাঁটি দোস্ত" (মুখলেস দোস্ত) "সুযোগ্য ও সাধু সম্পাদক" এবং "সেলসেলার রওশনদান রুকন" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। মুসলেহ মাউদ হজরত খলিফাতুল মসিহ সানী আইয়েদাহুল্লাহুল্ ওদুদ তাঁহার দুর্ব্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও মুফতি সাহেবের লাশকে মসজিদে মোবারকের বহিপ্রাঙ্গণ হইতে বেহেস্তী মকবেরা পর্য্যন্ত কাঁধ দিয়াছেন এবং দাফনের শেষ পর্য্যন্ত রহিয়াছেন।

হজরত মীরজা বশীর আহমদ সাহেব মাদ্দা জিল্লুহুল্-আলী হজরত মুফতি সাহেব সম্বন্ধে বলেন, "ইমান দুই প্রকার। এক প্রকার ইমানের শিকড় থাকে মাথায়। ইহাতে প্রত্যয়ের ভিত্তি থাকে যুক্তি দলীলের উপর। আরো এক প্রকার ইমান আছে। উহার শিকড় থাকে দেলে ইহাতে একীনের বুনিয়াদ থাকে প্রেমের উপর। এই ইমান পূর্ব্বোক্ত ইমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইমান হইতেছে ঐ ইমান, যাহার শিকড় দেল্ ও মস্তিষ্ক উভয়েই থাকে। ইহাতে যুক্তির দিক্ও যেমন দেদীপ্যমান থাকে, প্রেমের দিকও প্রবল থাকে। হজরত মুফ্তি সাহেবের ইমান এই শীর্ষ স্থানীয় ইমান ছিল। এই জন্য তিনি আজীবন যেমন জেহাদের প্রথম পংক্তিতে থাকিয়া যুক্তি দ্বারা ইসলাম ও আহমদীয়তের দেদীপ্যমান খেদমত করিয়াছেন তেমনি তিনি প্রেমের তেজ দ্বারাও লোককে সমসাময়িক প্রত্যাদিষ্ট মামুরের আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছেন।"

হজরত মুফতি সাহেবের অন্তর্দ্ধানে সমগ্র জমাত শোকে আকুল। রহীম করিম আল্লাহতা'লা ইল্লীনে তাঁহার দর্জ্জা উচ্চ হইতে উচ্চতর করুন। তিনি তাঁহার বিরহিত পরিজন ও সন্তান সন্ততির সদাসাথী হউন। তিনি আমাদিগকে জমাতের লোকদিগকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন—সেইরূপ আলো, জ্ঞান, প্রেম, তন্ময়তা ও বিশ্বস্ততা দিন। আমিন, ইয়া রাব্বিল আলামীন।

সম্পাদকীয়

জমিদারী-প্রথা

বাংলায় যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রচলিত ছিল, তখন ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশ সমস্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিজমা গুটি কয়েক লোকের নিকট চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দিয়া দিলেন। ইহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন (Permanent Settlement Regulation of 1793) বলিয়া পরিচিত। রাজস্ব আদায়ের সুবিধা এবং সরকারী কোষাগারে অর্থাগম ব্যতীত আর কোন মহৎ উদ্দেশ্য সেই বন্দোবস্তের মধ্যে নিহিত ছিল না।

এইভাবে জমিদারী প্রথার সৃষ্টি হইল। জমিদারদের কীর্ত্তি ও অপকীর্ত্তির বহু কাহিনী জনসাধারণ অবগত আছে। তবে তাঁহাদের মধ্যে সৎলোক ছিলেন না বা তাঁহাদের দ্বারা দেশের কোন উন্নতি হয় নাই বা তাঁহাদের সকলেই শুধু প্রজা-পীড়ন অথবা খাজানা আদায়কেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন আমরা এই কথা বলিতে চাই না। তাঁহাদের অনেকেই অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই প্রজা সাধারণ নিদারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশায় দিনপাত করিয়াছে। সুতরাং প্রজা সাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য প্রজা ভূম্যাধিকারী সংক্রান্ত বহু আইন প্রণীত হইয়াছে কিন্তু জমিদারীর প্রথার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বৈদেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক শাসন ও শোষণের প্রধান বাহন বিবেচনায় জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধেও গণ-আন্দোলন দানা বাধিয়া উঠে এবং অবশেষে চিরস্থায়ী প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য দেশের আপামর সাধারণের দাবী মুখরিত হইয়া উঠে। গণ-সমর্থনের ভিত্তিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্যোক্তা জননেতাগণ তখন বাধ্য হইয়াই স্বাধীনতা-লাভ হইলে এই প্রথার বিলোপ সাধন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। অবশেষে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পাক-ভারত উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভ করিলে প্রথমে ভারতে এবং পরে পাকিস্তানে এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য আইন প্রণীত হইল। পূর্ব্ব-পাকিস্তানে এই আইনই পূর্ব্ববঙ্গ সরকারায়ত্ত করণ এবং প্রজা সত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫০ ইং সালের ২৮ আইন) নামে পরিচিত।

১৯৫০ ইং সালে পূর্ব্ব পাকিস্তানে এই আইন প্রচলিত হয় কিন্তু প্রদেশের সমস্ত জমিদারী সঙ্গে সঙ্গেই সরকারায়ত্ত করা হয় নাই। এই কার্য্য কতকটা ধীর-মন্থর গতিতে চলিতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসের ১৪ই তারিখ হইতে সমস্ত জমিদারীই সরকারের দখলে যাইবে বলিয়া সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হইলে জমিদারগণ উপরুক্ত আইনের ৩ ও ৩৭ ধারা রাষ্ট্রতন্ত্রের ৫ ও ১৮ ধারার বিরোধী বলিয়া ঢাকা হাইকোর্টে অনেক গুলি মোকদ্দমা দায়ের করেন। দীর্ঘ শুনানীর পর এই সমস্ত মোকদ্দমা ঢাকা হাইকোর্ট ডিসমিস করেন, এবং ১৯৫০ সালের ২৮ আইন পাক রাষ্ট্র-বিধি অনুযায়ী বলিয়া রায় দেন।

সেই রায়ের বিরুদ্ধে জমিদারগণ পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেন। অধুনা সংবাদ-পত্রে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের যে সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে সুপ্রীম কোর্টও ঢাকা হাইকোর্টের রায় বহাল রাখিয়াছেন এবং এই রায় দিয়াছেন যে পূর্ব্ব-বঙ্গ সরকারায়ত্ত করণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৯০ (১৯৫০ সালের ২৮ আইন) পাক রাষ্ট্র-বিধির বিরোধী নয়; সুতরাং সুপ্রীম কোর্ট কয়েকটি আপীল ব্যতীরেকে অবশিষ্ট সমস্ত আপীলই ডিস্‌মিস করিয়াছেন এবং শেষোক্ত কয়েকটি মোকদ্দমা ঢাকা হাইকোর্টে ফেরত পাঠাইয়া এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিষয়-বস্তু যাহা ওয়াকফ সম্পত্তি বলিয়া দাবী করা হইয়াছে তৎসমুদয় কতদূর পর্য্যন্ত ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে এবং তদ্দরুণ কতদূর পর্য্যন্ত রাষ্ট্র-বিধির ১৮ ধারা অনুসারে রক্ষা পাইবার উপযুক্ত ঢাকা হাইকোর্ট তাহা নির্ণয় করিবেন এবং অবস্থা দৃষ্টে হাইকোর্টের বিবেচনায় যে প্রতিকার দেওয়া যাইতে পারে, তাহা দিবেন।

অবশেষে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান হইয়াছে এবং এই বিরাট চাঞ্চল্যকর মোকদ্দমা সিরিজের যবনিকাপাত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট সকলেই ইহাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবেন, আমরাও ইহাতে আনন্দিত।

জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু প্রজা সাধারণ কি পাইয়াছে? প্রথম কথা হইল এই যে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনে সরকারের অর্থাগমের তুলনায় ব্যয় কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় কথা জমিদারদের আমলে প্রজাদের যে সমস্ত সুখ-সুবিধা ছিল সেইগুলি অব্যাহত আছে কি না। আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধিত হইলেও প্রত্যক্ষভাবে প্রজাসাধারণের অবস্থার বিশেষ কোন সুবিধাজনক পরিবর্ত্তন হয় নাই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজাদের নিদারুণ অসুবিধাই হইয়াছে। প্রথমতঃ খাজানা আদায়ের কড়াকড়ি ব্যবস্থা। দ্বিতীয়তঃ নামজারি দাখিলাদি আদায় ইত্যাদিতে নাকি প্রজাসাধারণকে নাজেহাল হইতে হয় এবং বহু বেআইনী ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। আমরা আশা করি এই সমস্ত অবস্থার প্রতিকার হইবে। নতুবা পারশ্য কবির ভাষায় বলিতে হয়: "উমিদ বস্তা বর আমদ ও লেকিন চেঁ ফায়দা, যাঁকে উমিদ নেস্ত কে উমরে গুজাস্তা বাজ আয়েদ।" আশা পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি লাভ, বিগত আয়ু যে ফিরিয়া আসিবে, তাহার যে আশা নাই।

অতএব আশা করি, জনগণ যে যে কারণে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য দাবী করিয়াছিল, তৎসমুদয় পূর্ণ হইবে এবং আইনের কার্য্যকরী করণে যে সমস্ত অসুবিধা দেখা দিয়াছে, তৎসমুদয় দূরীভূত হইবে।

জমিদারী প্রথার তো উচ্ছেদ হইয়াছে। ভালই হইয়াছে। দেশের জনগণ যেরূপ প্রজা-ভূম্যাধিকারী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে চায়, গণতান্ত্রিক সরকার তাহা না করিয়া পারেন না। কিন্তু জমিদারদের উচ্ছেদ হইলেও গুটিকয়েক লোকের হস্তে অপরিমিত বিত্ত ও অর্থ সঞ্চিত হওয়ার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়াছে, এই কথা বলা যায় না। শিল্প ও বাণিজ্যে যে সমস্ত লোক অসম্ভব রকম মুনাফা করিয়া বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াছেন বা হইতেছেন, তাহাতে সমাজে আর্থিক অসাম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জনমনে বিত্তাধিকারীদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছে। দেশের এই আর্থিক অসাম্য দূরীকরণের জন্য আজ সরকার এবং ধনপতি কুবেরদের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। কেননা এই সরকারায়ত্ত করণ আইনের মধ্যে তাহাদের জন্যও রহিয়াছে দেওয়ালের লিখন। আজ জমিদারদের বিরুদ্ধে যে আইন বলবৎ হইয়াছে, কাল সহরের ভাড়া-ভোগী ক্ষুদে জমিদার বা শিল্প-বাণিজ্যের ধন কুবেরদের বিরুদ্ধেও তাহা যে প্রয়োগ-যোগ্য করা হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? অথচ জনগণের এই দাবী উত্থিত হইলে তাহা রোধ করিবার কারণই বা কি থাকিতে পারে? সুতরাং সময় থাকিতে সাবধান হইলে সবদিক রক্ষা পাইতে পারে।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। পাক্ষিক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া যে কেহ ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন]

Printed at the AHMADI PRESS and published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.—Editor, Momtaj Ahmad, (Muballigh).